Ayna Bhenge Gele by Somoresh Majumder

For More Books & Music Visit www.MurchOna.com
MurchOna Forum : http://www.murchona.com/forum
suman_ahm@yahoo.com

সমরেশ মজুমদার

আয়না ভেঙে গেলে

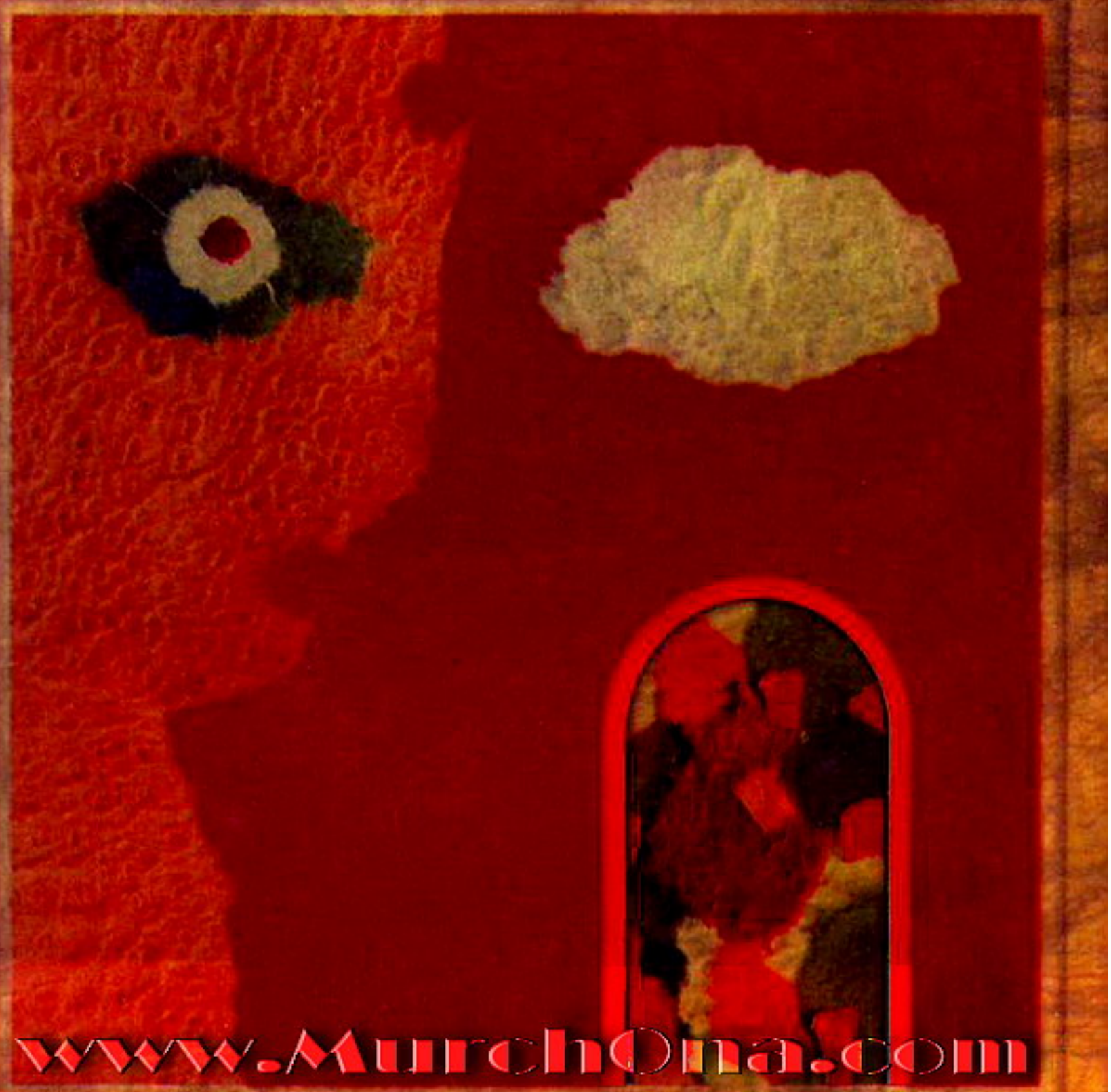

সূচনা

www.MurchOna.com

সত্যপ্রকাশ অবসর জীবনে আসা বিপত্নীক বৃদ্ধ। তার সংসারের কর্তৃত্ব এখন পুত্র অরুণপ্রকাশের হাতে। সত্যপ্রকাশের শখ বাগানওয়ালা বাড়িতে। পুত্র অরুণপ্রকাশের শখ ফ্ল্যাট বাড়িতে। নাতনি উর্মির শখ আমেরিকা পাড়ি জমানোর। নাতি স্বপনপ্রকাশের শখ সিরিয়াল বানানোর। প্রত্যেকের প্রচুর টাকার দরকার। পুত্রবধু প্রতিমা দেবী সবার মন যুগিয়ে চলতে চেষ্টা করেন। কাঞ্চন বাইরের একজন তরুণ যিনি সবাইকে সাহায্য করেন। সত্যপ্রকাশ প্রতিজ্ঞা করেছেন দুপুর বারোটার মধ্যে তিনি আত্মহত্যা করবেন। এমন দুরবস্থার মধ্যে এক জটিল সংবাদ নিয়ে এলো সলিসিটারির এক ভদ্রলোক। প্রতিমা দেবী সবার কাছে ধিক্কার পেলেন- যার মূলে ছিল কাঞ্চনের কৌশল। কিভাবে বিশ্বাস টুকরো টুকরো হয়ে যায়- সম্পূর্ণ পারিবারিক টানাপোড়েনের আয়নাচিত্র সমরেশ মজুমদারের এই উপন্যাস। বিশ্বাসের প্রতীক অর্থে আয়না শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে- এই আয়না ভাঙা এবং এই অর্থ, স্বার্থ নিয়ে টানাটানি আমাদের দৈনন্দিন জীবনের পারিপার্শ্বিক দৃশ্যও বটে এবং এইসব দৃশ্য নিয়ে সমরেশ মজুমদারের মরমি কলমের উপন্যাস আয়না ভেঙে গেলে।

মূর্ছনা
www.MurchOna.com
Archives of eBooks, Music & Videos
বইটি মূর্ছনা.com এর সৌজন্যে নির্মিত
suman_ahm@yahoo.com

বাড়িটা

বেশ পুরনো। চল্লিশ বছর আগে সত্যপ্রকাশ দত্ত যখন এই বাড়ির ভাড়াটে হয়ে এসেছিলেন তখন চারখানা ঘরের জন্যে তাঁকে ভাড়া দিতে হয়েছিল মাত্র দুশো টাকা। বাড়িওয়ালা নটবর মল্লিক থাকেন ঝামাপুকুরে। পৈতৃকসূত্রে তাঁর বাড়ির সংখ্যা অন্তত চল্লিশ। মাসের তিন তারিখে তাঁর ম্যানেজার এসে ভাড়া নিয়ে যাওয়া ছাড়া আর কোনো আগ্রহ দেখায় না। এতগুলো বছরে অন্তত আটবার চুনকাম করতে হয়েছে, মেরামত করতে হয়েছে এবং তার সব খরচ বহন করতে হয়েছে সত্যপ্রকাশকে। অবশ্য বাড়িভাড়া বাড়তে বাড়তে পাঁচশো টাকা হয়েছে যা যে- কোনো লোকের কাছে বিস্ময়ের ব্যাপার। যে কোন নতুন ভাড়াটেকে যেখানে এরকম বাড়ির জন্যে অন্তত ছয় হাজার দিতে হবে সেখানে তিনি এখনো পাঁচশো দিয়ে যাচ্ছেন নেহাতই কপালজোরে। অবশ্য তিনি একথা মনে করেন না। এই ভাড়াবাড়ি থেকে চলে যাওয়ার জন্যে তিনি ছটফট করছেন।

সত্যপ্রকাশ দত্ত এখন বৃদ্ধ। যৌবনে সুপুরুষ ছিলেন তা এখনো এই আশি বছর বয়সেও বোঝা যায়। স্ত্রী জপমালা মারা গিয়েছেন পনের বছর আগে। দীর্ঘকাল ক্যান্সারে ভুগেছেন তিনি। ছেলে

অরুণপ্রকাশ ব্যাংকের বড় অফিসার। নাতি স্বপনকুমার একটু বাউন্ডেলে। শিল্প-সংস্কৃতি দিকে তার ঝোঁক। ইংরেজি অনার্স নিয়ে গ্রাজুয়েট হয়ে পুনায় চলে গিয়েছিল ফ্লিল্ম স্কুলে ভর্তি হয়ে পরিচালনা শিখতে। এখন এখানে একজন বিখ্যাত পরিচালকের সহকারী। জামাকাপড় দেখে মনে হয় টাকা পয়সা ভালই পায়। নাতিনি ঊর্মিমালা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে। ভালো ছাত্রী। আর আছেন বউমা, অরুণপ্রকাশের স্ত্রী প্রতিমা। এই সংসারের যাবতীয় কাজের দায়িত্ব তাঁর উপর কিন্তু গলায় বিরক্তি শুনতে পান নি কখনো।

সত্যপ্রকাশ দত্ত এখনো অবসর জীবনযাপন করছেন। কিন্তু তিনি মোটেই আনন্দে নেই। সব সময় গম্ভীর মুখে খবরের কাগজ নিয়ে বসে থাকেন। কিন্তু

www.MurchOna.com
suman_ahm@yahoo.com

www.MurchOna.com

গতকাল চিঠি পাওয়ার পর থেকেই তাঁর মধ্যে পরিবর্তন এলো। আজ সকালে সত্যপ্রকাশকে দেখা গেল একটা ফুল প্যান্ট নিয়ে তা তাঁর শরীরের সঙ্গে কতটা মানানসই তাই যাচাই করছেন। সত্যপ্রকাশের পরনে লুঙ্গি এবং গেঞ্জি। বাড়িতে আজকাল এই পোশাকেই থাকেন। যাচাই করতে করতে প্যান্টটা তুলে নিয়ে তিনি বিড়বিড়
করলেন— যাক গে! পনের বছরে আমি একটুও লম্বা হই নি। আনন্দিত সত্যপ্রকাশ প্যান্টে পা বাড়াবার চেষ্টা করেন। কোনোমতে একটা পা ঢুকিয়ে দ্বিতীয় পা বাড়াতেই আঃ বলে চিৎকার করে উঠলেন তিনি। তাঁর মুখে ব্যথার চিহ্ন ফুটে উঠল। চোখ বন্ধ করে সেই ব্যথাটাকে সইয়ে নিয়ে তিনি বললেন, কখন হলো ? ওহ্ কী কষ্ট অথচ এতক্ষণ টেরই পাই নি। এ যে আছে তা প্যান্ট না পরলে জানতেই পারতাম না। বিষফোঁড়া গজিয়েছে কুঁচকিতে, সন্তর্পণে তাকে বাঁচিয়ে প্যান্ট ওপরে তুলতে দেখা গেল ভুঁড়ি বেড়ে যাওয়ায় বোতাম গর্তে ঢুকছে না। ভুঁড়ি কমাবার জন্যে একবার লাফাবার চেষ্টা করতেই মহিলা কণ্ঠের হাসি শোনা গেল। হঠাৎ ব্যঙ্গের হাসি। সত্যপ্রকাশের হেনস্থা দেখে খুব খুশি সেই মহিলা।

সত্যপ্রকাশ অবাক। তাঁকে ব্যঙ্গ করে হাসার সাহস এই বাড়িতে যার ছিল তিনি পনের বছর আগে গত হয়েছেন। আর কেউ এতটা স্পর্ধা দেখাতে পারে না। তার মানে তিনি ভুল শুনেছেন। বয়স বাড়লে লোকে কানে কম শোনে আর তিনি বেশি শুনছেন ? অদ্ভুত ব্যাপার। পনের বছর শব্দটা মনে আসায় তিনি ঘাড় ঘুরিয়ে দেয়ালের দিকে তাকালেন। অরুণপ্রকাশ তার মায়ের ছবি বেশ বড় করে বাঁধিয়ে রেখেছে ওখানে। জপমালার মুখে হাসি। সত্যপ্রকাশ সেই ছবির দিকে তাকিয়ে বললেন, দ্যাখ, চেয়ে চেয়ে দ্যাখ। এই যে প্যান্টটা ছোট হয়ে গিয়েছে সেটা খেয়াল করার কেউ নেই। একটু আগে আবিষ্কার করলাম আবার কুঁচকিতে একটা বিষফাটক গজিয়েছে, এখন কী হবে ? কে সেঁক দেবে এখানে ? আমি কাউকে বলতে পারব ? আঁ ? আমাকে ফতুর করে ওপরে চলে গিয়ে মজা দেখছ ? রাবিশ!

সত্যপ্রকাশ ঘুরে দাঁড়িয়ে আবার প্যান্টের ওপর মনোযোগ দিতেই যেন কানে এলো, দাঁত থাকতে তো দাঁতের মর্ম বোঝ নি!

চমকে উঠলেন তিনি। এ কণ্ঠ তো পনের বছর আগেই কাঠের আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। তাহলে কি তিনি ভুল শুনেছেন ? অসম্ভব। না,
হতে ও পারে শব্দ নাকি ব্রহ্ম আর ব্রহ্ম কখনো ধ্বংস হয় না। বিবাহিত জীবনে যে শব্দ গুলো দু'কান দিয়ে শরীরে ঢুকেছিল তারা এতকাল ব্রহ্ম হয়ে চুপচাপ ছিল। এখন সুযোগ বুঝে ফুড়ৎ ফুড়ৎ করে বেরিয়ে আসছে।
সত্যপ্রকাশ মাথা নাড়ালেন; যাকগে! কিন্তু এই প্যান্টটা নিয়ে তিনি কী

www.MurchOna.com
suman_ahm@yahoo.com

www.MurchOna.com

করবেন ?

ঠিক তখনই কানে এলো বুড়ো বয়সে ভুঁড়ির উপরে প্যান্ট পরা হচ্ছে। ম্যাগো।

ক্ষেপে গেলেন সত্যপ্রকাশ। দাঁতে দাঁত চেপে বললেন, কুড়ি বছর আগে এই বাক্যটি আমি শুনেছিলাম। হ্যাঁ, পরা হচ্ছে। কুড়ি বছর আগে মিস্টার হাডসন বিলেত থেকে এসেছিলেন বলে অফিসের সবাইকে প্যান্ট পরতে হয়েছিল। তিনি ধুতি দু'চোখে দেখতে পারতেন না। তা সেই হাডসন সাহেব এত বছর পরে আবার অফিসে আসছেন। আমি রিটায়ার করলেও তিনি আমার সঙ্গে দেখা করতে চান। কিন্তু কোমরটা যে এর মধ্যে এতটা বেড়ে গেছে...।

সুখে আছ তাই মুটোচ্ছ। স্পষ্ট শুনতে পেলেন সত্যপ্রকাশ। এই কথাগুলো তার কানের ভেতর দিয়ে শরীরে ঢুকেছিল আঠারো বছর আগে। এখন বেরিয়ে এলো ? তিনি নিজের বুকে হাত দিলেন, নো মোর। সারা জীবন ওই কথামৃত অনেক শুনেছি। এখন ছবি হয়ে যাওয়ার পরেও শুনতে হবে ? সত্যপ্রকাশ চিৎকার করল, এ্যাই! কোই হ্যায় ? খোকা খোকা! তারপর নিচু গলায় বললেন, মাথায় ঘিলু কম থাকলে কি কানে খাটো হয় ?

শ্বশুরের চিৎকার শুনে ছুটে এলো বউমা— বাবা, ডাকছেন ?

আচমকা বউমাকে দেখে লজ্জায় কুঁকড়ে যান সত্যপ্রকাশ। লুঙ্গির ওপর আংশিক প্যান্ট পরা শ্বশুরকে দেখে মুখ ঘুরিয়ে ফেলে প্রতিমা। সত্যপ্রকাশ দ্রুত বলেন, কিছু না বউমা। এই একটু ট্রাই দিচ্ছিলাম। হাডসন সাহেব বিলেত থেকে আসছেন তো! তুমি বরং খোকাকে পাঠিয়ে দাও। যাও।

মুখ না ফিরিয়েই প্রতিমা বললেন, আপনার প্যান্টটা—।

সত্যপ্রকাশ প্যান্ট দুহাতে আঁকড়ে বললেন, না না। এটা ঠিক আছে। মানে, টেনেটুনে ঠিক করে নেব। যাও, খোকাকে ডেকে দাও।

এই সময় অরুণপ্রকাশকে ঢুকতে দেখে প্রাতমা ভেতরে চলে যান। অরুণপ্রকাশ জিজ্ঞাসা করেন, একী কাণ্ড বাবা ?

সত্যপ্রকাশ ছেলের মুখের দিকে তাকালেন, এর মধ্যে কাণ্ডটা কী দেখলে অরুণপ্রকাশ ? চিৎকার করে তোমাকে ডাকছি আর তুমি বউমাকে পাঠিয়ে দিলে ? আর কবে সাবালক হবে, অ্যাঁ হেল্প কর, খোল এটাকে।

অরুণপ্রকাশ এগিয়ে এসে প্যান্টের পা ধরে খোলার চেষ্টা করে, নৃত্যের ছন্দে আঃ উঃ করতে করতে সত্যপ্রকাশ আচমকা চিৎকার করে ওঠেন। ততক্ষণে ছাল ছাড়ানোর মতো প্যান্টটা অরুণপ্রকাশের হাতে উঠে এসেছে। সত্যপ্রকাশ চোখ বন্ধ করে দাঁতে দাঁত চেপে পাথরের মতো স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে

www.MurchOna.com

আছেন। সেদিকে না তাকিয়ে প্যান্ট ভাঁজ করতে করতে অরুণপ্রকাশ বলল, আজকাল অকারণে একটু বেশি চিৎকার করছেন।

ইডিয়ট। সত্যপ্রকাশের মুখ থেকে ছিটকে এলো।

খোকা না বলে যখন অরুণপ্রকাশ বলে ডেকেছেন তখন বুঝতে পেরেছি।

স্টুপিড। চোখ তখনো বন্ধ সত্যপ্রকাশের।

আশ্চর্য। আমি কি অন্যায় করেছি বলবেন তো?

গেলে দিয়েছ। চোখ খুললেন সত্যপ্রকাশ।

কী গেলে দিলাম? অরুণপ্রকাশ অবাক।

বিষফোঁড়া। কাঁচা বিষফোঁড়া গেলে দিলে বিষাক্ত হয়ে যায়। যদি হয় তাহলে আমি মারা যাব। তোমার কী? তুমি শুধু পিতৃহারা হবে। এখন আমি তোমার দায়। দায় কাঁধ থেকে নামাতে প্যান্ট ঘষে বিষফোঁড়াকে গেলে দিলে। উঃ।

অরুণপ্রকাশ হতভম্ব। বাবার শরীর থেকে প্যান্ট বের করে নেওয়ার সময় এরকম ঘটনা যে ঘটবে তা সে ভাবতেই পারে নি। সে বলল, বিশ্বাস করুন বাবা, আপনার যে বিষফোঁড়া হয়েছে একথা বাড়ির কেউ আমাকে বলে নি। এরা কখনোই ঠিক সময় কোনো খবর দেবে না। আমি এক্ষণি ডাক্তার ডাকছি। একটা এন্টিটিটেনাস ইঞ্জেকশান-। বলতে বলতে অরুণপ্রকাশ ডাক্তার ডাকতে চলে যাচ্ছিল দেখে সত্যপ্রকাশ ডাকলেন, হল্ট! কাউকে ডাকতে হবে না। ম্যাক্সিমাম কী হবে? ধনুষ্টঙ্কার। হোক। এখন তিনি নেই, সেঁক দেবার ও কেউ নেই।

অরুণপ্রকাশ বলল, বিষফোঁড়া গলে গেলে সেঁক দেওয়া কি ঠিক? আমি আপনার বউমাকে ডাকছি।

সত্যপ্রকাশ বিরক্তিতে ফেটে পড়লেন— উঃ। বউমাকে দিয়ে আমি সেঁক দেওয়াব? কোথায় হয়েছে তা কি বুঝতে পারছ না?

অরুণপ্রকাশ এবার বুঝল। বুঝে লজ্জিত হলো, ও। তাহলে কোনো মলম, নিজে লাগাতে পারবেন?

সত্যপ্রকাশ কপালে হাত দিলেন, এখন থেকে সব কাজ তো নিজেকেই করতে হবে। বহু বছর পরে বিলেত থেকে হাডসন সাহেব আসছেন বলে প্যান্টটা ট্রাই করছিলাম। এটাও বিট্রে করল।

অরুণপ্রকাশ অত্যন্ত সমীহ প্রকাশ করে বলল, আমার নতুন প্যান্টটা ট্রাই করবেন বাবা?

www.MurchOna.com

ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলেন বৃদ্ধ। তারপর বললেন, তোমার কথা শুনলে লোকে ভাববে দ্বিতীয় রামচন্দ্র। আমি যে তোমাকে আলটিমেটাম দিয়েছিলাম তার কী হলো ?

অরুণপ্রকাশ অন্যদিকে তাকাল। সমীহভাবটা মুহূর্তেই উধাও। সে বাবার দিকে না তাকিয়ে বলল, বাবা, আপনি বুঝতে চেষ্টা করুন। এই বাজারে বাগানওয়ালা বাড়ি তৈরি করার ঝামেলা অনেক। অফিস থেকে যা পাব তাতে একটা ফ্ল্যাট কোনো মতে হয়ে যেতে পারে কিন্তু বাগানওয়ালা বাড়ি অসম্ভব। তাছাড়া মায়ের শেষ ইচ্ছে ছিল এই ভাড়া বাড়ি ছেড়ে একটা ছিমছাম ফ্ল্যাটে গিয়ে থাকার। মা নেই তবু সেই চেষ্টা করছি আমি।

হাঁ হয়ে গেলেন সত্যপ্রকাশ। ছেলের কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, ওই ইচ্ছের কথা কি তিনি তোমার কানে কানে বলে গিয়েছিলেন ? অবশ্য দু'রকম কথা বলা তার স্বভাবে ছিল।

কী বলছেন! দু'রকম কথা মানে ?

উনি আমাকে বাগানওয়ালা বাড়ির কথা বলতেন। ছোট্ট বাড়ি, ছবির মতো। বিকেলে সেই বাড়ির বাগানে চেয়ার পেতে বসে পাখির ডাক শুনবেন। নাহ্ তুমি নিজের ইচ্ছে মায়ের নামে চালিয়ে দিচ্ছ! এখন উনি ছবি, প্রমাণ করার কোনো উপায় নেই। আর মা-ই তোমার কাছে বড় হলো ? আমি তাকে বিয়ে না করলে তিনি তোমার মা হতেন কী করে ? অ্যাঁ ? শোন, দমদম পার্কে সস্তায় জমি পাওয়া যাচ্ছে ? পাঁচ কাঠা এখনই বুক কর।

সত্যপ্রকাশের কথা শুনে সন্দেহ হলো অরুণপ্রকাশের, আপনি তো বাইরে বের হন না, এত খবর রাখেন কী করে ?

রেগে গেলেন সত্যপ্রকাশ, তা নিয়ে তোমার মাথাব্যথার কোনো কারণ নেই। টেল মি, বাগানসমেত বাড়ি হবে কি না ?

মাথা নাড়ল অরুণপ্রকাশ, আমার এত টাকা নেই বাবা।

সত্যপ্রকাশ মুখ ফিরিয়ে নেওয়ায় অরুণপ্রকাশ প্যান্ট নিয়ে বেরিয়ে গেল। কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকার পর স্ত্রীর ছবির দিকে এগিয়ে গেলেন সত্যপ্রকাশ, এইসব কিছুর জন্য দায়ী তুমি। ফ্ল্যাটের মন্ত্র ওর কানে তুমিই ঢুকিয়ে গেছ। রামচন্দ্র পিতৃ আদেশ পালন করতে বনে যেতে পারে আর তোমার বাঁদর দমদম পার্কে পাঁচ কাঠা জমি কিনতে পারে না ?

এই সময় নাতনি উর্মিমালা ঘরে ঢুকল। দাদুকে ওই অবস্থায় দেখতে পেয়ে সে চেঁচিয়ে উঠল, ও দাদু, তুমি একা একা কথা বলছ ? আমার এত টেনশন হচ্ছে!

www.MurchOna.com

সত্যপ্রকাশ নাতনির দিকে তাকালেন। আজকালকার মেয়েরা শরীরে লাবন্য রাখতে চায় না বলেই বোধ হয় লিকলিকে হয়। উর্মিমালাও লিকলিকে, লম্বা, চুলে আধুনিকার ছাঁট, পরনে জিনস আর টপ। তিনি নিঃশ্বাস ফেললেন, এই বয়সেই এত কি টেনশন দিদি!

উর্মিমালা তার কাঁধে ঝোলানো ব্যাগ থেকে খাম বের করল, দ্যাখ।

কী ওটা?

ইউনিভার্সিটি অব ভার্জিনিয়া থেকে এডমিশন লেটার এসে গেছে। ওঃ, এ্যাদ্দিনে আমার স্বপ্ন সফল হতে চলেছে। কী ভালো লাগছে? তুমি খুশি হয়েছ দাদু? উর্মিমালা সত্যপ্রকাশকে জড়িয়ে ধরল।

সত্যপ্রকাশ বললেন, কী বলব তা বুঝতে পারছি না দিদি। তুমি আমেরিকায় চলে গেলে ওর কী হবে?

তার মানে? প্রতিবাদ করল উর্মিমালা, কার কী হবে?

সত্যপ্রকাশ হাসলেন, আমি তো আর ঘাসে মুখ দিয়ে চলি না! আমার নাম সত্যপ্রকাশ। সত্য প্রকাশ করাই আমার ধর্ম।

ছিটকে সরে গেল উর্মিমালা। কী যা তা বকছ! আমরা এক সঙ্গে ছেলেবেলায় খেলাধুলা করেছি বলেই কি প্রেম করতে হবে? হ্যাঁ, বন্ধুত্ব নিশ্চয়ই ছিল, থাকবেও। কিন্তু প্রেম? সেটা অন্য ব্যাপার। তুমি ঠিক বুঝবে না।

সত্যপ্রকাশ চেয়ারে বসে পড়লেন, বাঃ কী মিল। তোমার ঠাকুরমাও ওই কথা বলত। এই বুড়ো বয়সে আমি যা বুঝি নি তা তুমি এই অল্প বয়সে কী সুন্দর বুঝে গেছ। তা দিদি, প্রেম কী ব্যাপার?

ওহ্, তোমার সঙ্গে কথা বলাই ঝকমারি। তুমি যার কথা বলছ তার কোনো এ্যাম্বিশন নেই। একটা সাধারণ চাকরিতেই মজে আছে। আর আমার সামনে ওপরে ওঠার সিঁড়ি খুলে গেছে। ওর জগৎ আর আমার জগৎ এখন আলাদা। প্রেম ফ্রেম ডেভেলপ করতেই পারে না। উর্মিমালা বাড়ির ভেতরে যাওয়ার জন্যে পা বাড়াল।

সত্যপ্রকাশ বললেন, আমি একটা কথা বুঝতে পারছি না দিদি ভাই। ছেলেরা তো একগাদা ডিগ্রি নিয়েও তার থেকে অনেক কম শিক্ষিত স্ত্রীর কাছে বশ্যতা স্বীকার করে। তোমার ঠাকুরমার বিদ্যে ছিল ক্লাশ সিক্স পর্যন্ত কিন্তু তার উপর গলা আমি কখনোই তুলতে পারি নি। যদি উল্টোটা হয় তাহলে কী ক্ষতি? পণ্ডিত মেয়েরাও তো কম শিক্ষিত ছেলেকে বিয়ে করতে পারে। অসুবিধে কোথায়?

উর্মিমালা ঘুরে দাঁড়াল, যে যা ইচ্ছে করুক, আমি করছি না। একটু থেমে সে সত্যপ্রকাশকে। তারপর কাছে এগিয়ে গিয়ে বলল, দাদু ভাই!

www.MurchOna.com

সত্যপ্রকাশ তাকালেন, বলো, দিদি ভাই!

তোমার জমানো টাকা কত আছে গো ?

সত্যপ্রকাশের আচমকা হেঁচকি উঠল। বললেন, অন্য কথা বলো দিদি ভাই!

বাঃ। রিটায়ার করার সময় তো অনেক পেয়েছ। তাই না ?

কপালে ভাঁজ পড়ল সত্যপ্রকাশের। টাকার খোঁজ কেন নিচ্ছ ?

ঊর্মিমালা হাসল, আমেরিকায় যেতে আমার অনেক টাকা লাগবে। এই বংশের সমস্ত মানুষের মধ্যে আমিই এখন আমেরিকায় যাচ্ছি। তোমার গর্ব হচ্ছে না ?

সত্যপ্রকাশ মাথা নাড়লেন, এতক্ষণ হচ্ছিল, আর হচ্ছে না।

তার মানে ? ফোঁস করে উঠল ঊর্মিমালা।

স্ত্রীর ছবির দিকে আঙুল তুললেন সত্যপ্রকাশ, ক্যান্সার বাধিয়ে উনি আমার সবটাই প্রায় শেষ করে দিয়ে গেছেন। এখন আমি শূন্য কলসি নিয়ে বসে আছি। তোমার বাপের দিকে তাকিয়ে আছি সে যদি পিতৃঋণ শোধ করতে বাগানওয়ালা বাড়ি তৈরি করে দেয়। তা তুমি এর মধ্যে ফেউ এর মতো আমেরিকা-আমেরিকা বলে জুটে গেলে এসব কারো ভালো লাগে ?

কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ দাদুকে দেখে ঊর্মিমালা ভেতরে চলে গেল।

সত্যপ্রকাশ স্ত্রীর ছবির দিকে তাকালেন, দেখবে ? এর পরেও বলবে সুখে থেকে আমি মুটোচ্ছি ? কিন্তু বাড়ি আমাকে করতেই হবে গো। বাগানওয়ালা বাড়ি।

না দাদু, সলি লকি ঠিক নয়।

সত্যপ্রকাশ মুখ ঘুরিয়ে দেখলেন তাঁর নাতি স্বপনকুমার দরজায় এসে দাড়িয়েছে। মনে মনে চটে গেলেন তিনি। এ বাড়িতে তাঁর কোনো প্রাইভেসি থাকছে না।

স্বপনকুমার বলল, জান দাদু, ভেবেছিলাম কখনো পরের গোলামি করব না। তাই চাকরির মাইনে পেতে চাই নি।

সত্যপ্রকাশ বললেন, পরের গোলামি না করেও তো দিব্যি আছ।

না নেই। সেই পরের গোলামি করতে হবে।

মানে ?

একজন প্রোডিউসার আমাকে দিয়ে সিরিয়াল করাতে চায়। মাসে পঁচিশ হাজার করে মাইনে দেবে আর তার বদলে আমাকে প্রতিমাসে কুড়িটা কুড়ি মিনিটের টিভি নাটক তৈরি করে দিতে হবে। এটা গোলামি নয় ? স্বপনকুমার

www.MurchOna.com

উত্তেজিত।

পঁচিশ হাজার ? পার মান্থ ? নিয়ে নাও, একসেপ্ট কর।

পাগল! ওই অশিক্ষিত লোকটা যা বলবে তা আমাকে শুনতে হবে ? আমাকে দিয়ে পঁচিশ হাজারে নাটক বানিয়ে নিয়ে ব্যাটা পঞ্চাশ হাজারে বিক্রি করবে! ভাবতে পার! তাই আমি অন্য কথা ভাবছিলাম।

কী কথা ?

ইনভেস্টমেন্ট করতে হবে চার লাখ। তাতে ষোলটা এপিসোড তৈরি হয়ে যাবে। টিভিতে দেখানো মাত্র পার এপিসোডে পঁচিশ হাজার প্রফিট। চার লাখ আট লাখ হয়ে যাবে। তারপর ষোল, বত্রিশ লাখ। এই টাকাটা বাইরের লোককে দিতে যাব কেন ? তাই নিজেরাই ইনভেস্ট করব।

নিজেরা মানে ? অত টাকা তোমার আছে ?

আমার কী করে থাকবে ? আমি তো বিগিনার। ঠিক করেছি বাবার কাছ থেকে দু'লাখ আর তোমার কাছ থেকে দু'লাখ নেব। এই দু'লাখ নিয়ে এক বছরের মধ্যে এক লাখ এ্যাড করে তিন লাখ তোমাদের ফেরত দিয়ে দেব। এটা করলে আর আমাকে পরের গোলামি করতে হয় না। স্বপনকুমার হাত নাড়ল।

গো, টেল ইউর ফাদার। মুখ ঘুরিয়ে নিলেন সত্যপ্রকাশ।

আমি ভাবছি তোমাকে দিয়ে বলাব। কিছু মনে করো না, বাবা একটু খচু আছে। তোমার মতো বড় হৃদয় নেই।

সরি। অন্য ইস্যু নিয়ে আমি তোমার বাবার সঙ্গে কথা বলতে পারব না।

অ। অন্য ইস্যু নিয়ে মানে ?

আমি অলরেডি তোমার বাবার কাছে বাগানবাড়ির জন্যে হাত পেতে বসে আছি আর সে আমাকে এড়িয়ে যাচ্ছে!

অ। বাগানবাড়ি! নন প্রফিটিং ব্যাপার। আমি ওর মধ্যে নেই। তা তোমার দু'লাখ টাকা নিশ্চয়ই ব্যাংক থেকে তুলতে হবে ?

না। মাথা নাড়লেন সত্যপ্রকাশ।

মাই গড! অত টাকা তুমি ক্যাশ রেখে দিয়েছ বাড়িতে ?

নো নো নো! চেঁচিয়ে উঠলেন সত্যপ্রকাশ। আমার কাছে টাকাই নেই।

নেই ?

না।

তাহলে আমাকে পরের গোলামি করতে হবে ?

সেটা তোমার ইচ্ছে। আমার কাছে কোনো টাকাই নেই। সত্যপ্রকাশ কথা

www.MurchOna.com

শেষ করা মাত্র বাইরে থেকে গলা ভেসে এলো, দাদু!

সোজা হয়ে বসলেন সত্যপ্রকাশ, এসো এসো। আমি এখানে।

স্বপনকুমার বিরক্ত হয়ে ভেতরে চলে যেতেই কাঞ্চন ঢুকল। কাঞ্চন এমন একজন সুদর্শন যুবক যাকে দেখলে মন ভালো হয়ে যায়। সত্যপ্রকাশ বললেন, এসো, এসো ভাই। তোমাকে যে আজ পাকা কাঁঠাল পাতার মতো দেখাচ্ছে! কী ব্যাপার? আপিস নেই?

না। আজ ছুটি পেয়েছি। দাদু, আপনার কাজ হয়ে গিয়েছে। কাঞ্চন চেয়ারে বসল।

সত্যপ্রকাশ উল্লসিত, দেখা পেয়েছ?

আমি কখনো হেরে যাই না। কাঞ্চন মাথা নাড়ল।

এবার যাবে। তোমাকে হারাতে আমেরিকায় চলেছে সে। যাকগে! তা লোকটাকে কেমন দেখলে? এখনো হাঁটাচলা করতে পারে তো?

দূর! লোকটা মারা গিয়েছে বছর দশেক আগে। কাঞ্চন বলল।

তাহলে এই যে বললে দেখা পেয়েছ? উঠে দাঁড়াল সত্যপ্রকাশ।

ওর ছেলের দেখা পেয়েছি। যদু গোপালের ছেলে মধু গোপাল। আপনার কাছে এক্ষুণি আসছে লোকটা। কাঞ্চন শান্ত গলায় বলল।

সর্বনাশ। এক্ষুণি? আমি তোমাকে বলি নি ছুটির দিনে নয়, খোকা অফিসে বেরিয়ে গেলে তবে আসতে বলবে। তোমার ছুটি মানে তো খোকারও ছুটি। অস্থির হয়ে উঠলেন সত্যপ্রকাশ।

কাঞ্চন বোঝাতে চাইল, কী করে আসবে? তখন তো মধুগোপালেরও অফিস থাকবে!

হাঁ, হয়ে গেলেন সত্যপ্রকাশ। অ্যাঁ? অফিস? সেকরা অফিসে যায় নাকি?

আজকাল যায় দাদু। সবাই এখন ডাবল প্রফেসন বেছে নিয়েছে। কিন্তু শহরে এত সোনার দোকান থাকতে আপনি পার্টিকুলার একজন সেকরাকে বাছলেন কেন?

বাড়ির ভেতর দিকটা একবার দেখে নিয়ে গলা নামালেন সত্যপ্রকাশ। তোমাকে বলি ভাই। তোমার দিদিমা বিয়ের সময় খুব দামি একটা জড়োয়ার সেট উপহার পেয়েছিলেন। ওই যদুগোপাল সেটা বানিয়ে দিয়েছিল। তা ধর, তখনই পড়েছিল প্রায় এক হাজার। কত ঝড় ঝাপটা গেছে, তোমার দিদিমাও ছবি হয়ে গেলেন। তবু ওই হার আমি হাতছাড়া করি নি। পঞ্চাশটা বছর হয়ে গেল। আমার এখন টাকার দরকার। পঞ্চাশ বছরে সোনার যা দাম বেড়েছে তাতে ওই হারের দাম কমছে কম তিন লাখ হয়ে যাবে। কি? আমি ঠিক বলছি

www.MurchOna.com

কিনা ?

কাঞ্চন হাতজোড় করল, সোনার ব্যাপারে আমার কোনো আইডিয়া নেই দাদু।

সত্যপ্রকাশ হঠাৎ এগিয়ে গিয়ে দেওয়ালে ঝোলানো স্ত্রীর ছবিটা উল্টে দিলেন। কাঞ্চন অবাক হয়ে কাছে গেল, একী করলেন দাদু ?

দেওয়ালের কান থাকলে ছবিরও থাকবে। কোনো কোনো মৃত ব্যক্তি জীবিতের থেকেও ভয়ঙ্কর হয়। এবার বলো, দমদম পার্কের জমিটার কী খবর ? সত্যপ্রকাশ কাঞ্চনের কাঁধে হাত রাখলেন।

নামতা পড়ার মতো কাঞ্চন বলল, চল্লিশ করে চাইছিল, দক্ষিণ ফাঁকা, ভদ্রলোক আমার এক বন্ধুর ভাবী শ্বশুর বলে পঁয়ত্রিশে দিয়ে দেবেন।

বাঃ। জড়োয়ার হার বিক্রি করলেই জমিটা কিনে ফেলব। বাকি টাকায় একটা ঘর হয়ে যাবে, কী বলো ? ছেলে টাকা দেবে না, উনি ফ্ল্যাট কিনবেন। কেনো, যা ইচ্ছে কেনো। আমি কি কারো তোয়াক্কা করি! মুশকিল হলো, বউমা কাকে সাপোর্ট করছে। সেটা বুঝতে পারছি না। এত কম কথা বলে! সত্যপ্রকাশ চোখ বন্ধ করলেন।

কাঞ্চন সরস গলায় বলল, কাকিমা খুব ভালো মানুষ।

সত্যপ্রকাশ চোখ খোলেন। দ্যাখ কাঞ্চন, তোমাকে আমি পছন্দ করি কিন্তু তাই বলে মিথ্যে বলতে পারব না। এই বাড়িতে আসা যাওয়া করতে তোমার পাসপোর্ট লাগে। এতদিন জানতাম সেই পাসপোর্ট হলাম আমি। এখন দেখছি বউমাকেও হাত করেছ।

কাঞ্চন তোতলালো, আ-আ আমি কাকিমাকে হাত করেছি ?

মাথা নাড়লেন সত্যপ্রকাশ। আলবত করেছ। পৃথিবীতে এমন কোনো জীবিত মেয়ে নেই যাকে ভালো মানুষ বললে গলে জল হয়ে যাবে না ?

কিন্তু এতে আমার স্বার্থ কী ? কাঞ্চন বলল, আপনাদের ভালো লাগে বলেই তো আমি এ বাড়িতে আসি। সেই ছেলেবেলা থেকে আসছি। আপনি যখন এর মধ্যে মতলব দেখতে পেয়েছেন তখন আর আসব না। চলি দাদু। কাঞ্চন বাইরে যাওয়ার জন্য পা বাড়াল। সত্যপ্রকাশ হেসে ফেললেন। এই দ্যাখ, একটু রসিকতা করেছি তো। গোসা হয়ে গেল। ওরে পাগল, তুই হলি আমার বাইরের দরজা। তুই না এল আমি যে দম বন্ধ হয়ে মারা যাব। আয়, কাছে আয়।

এই সময় বাইরে থেকে চিৎকার ভেসে এলো, সত্যপ্রকাশ দত্ত আছেন ?

কাঞ্চন ঘুরে দাঁড়াল, এসে গেছে।

কে?

www.MurchOna.com

মধুগোপাল, সন অফ আপনার সেকরা লেট যদুগোপাল।

সত্যপ্রকাশ ভেতরের দিকে তাকালেন। সর্বনাশ! যাকগে, ওকে এখানে এসে বসাও। কেউ আসার আগেই কাজ শেষ করতে হবে। আমি জড়োয়ার বাক্সটা নিয়ে আসি।

কাঞ্চন বাইরে গিয়ে মধুগোপালকে ভেতের নিয়ে আসে। মধ্যবয়সী বেঁটে মানুষটার ঘাড় কথা বলার সময় মাঝে মাঝেই আটকে যায়। তখন কেউ ঘুরিয়ে না দিলে মুখ সোজা হয় না। কাঞ্চন বলল, আপনার টাইমসেন্স তো দারুণ মধুবাবু।

এটা বাপের দান। বাহ্, চমৎকার বাড়ি তো আপনার। মধুগোপাল চেয়ারে আরাম করে বসে। কাঞ্চন বলে, এটা আমার বাড়ি নয়। সত্যপ্রকাশ বাবু এখানে ভাড়াটে হিসেবে বাস করেন।

ওই একই হলো। কথাটা বলার সময় মাথা ঘোরাতে ঘাড় আটকে গেল মধুগোপালের। কাঞ্চন সেটা বুঝতে পেরে মাথাটা ঘুরিয়ে ঠিক জায়গায় ফিরিয়ে দেয়।

মধুগোপাল বলে, ধন্যবাদ। আমাকে কী করতে হবে বলুন তো?

আপনার বাবা এ বাড়ির সেকরা ছিলেন? কাঞ্চন জানাল।

হতে পারে।

প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে আপনার বাবা এ বাড়ির জন্যে একটা জড়োয়ার সেট তৈরি করেছিলেন। তা তখনই দাম পড়েছিল এক হাজার টাকা। সত্যপ্রকাশ বাবু সেটা আপনাকে দিয়ে পরীক্ষা করিয়ে দাম জানতে চান। কাঞ্চন বলল।

আমি কেন? মাথা সোজা রেখে প্রশ্ন করল মধুগোপাল।

কাঞ্চন বলল, সেকরার কাজ করা তো আপনাদের প্রফেশন।

আজ্ঞে না।

তার মানে?

মধুগোপাল বলল, আমি কর্পোরেশনে কাজ করি। নিমতলা শ্মশানে পোস্টেড।

কাঞ্চন ঘাবড়ে যায়, যা বাবা। আগে বলেন নি তো!

জিজ্ঞাসা করেন নি তো!

কাঞ্চন হাত ধরল, মধুবাবু, আপনাকে একটা উপকার করতেই হবে।

করে দেব। কত বয়স?

দূর মশাই। বয়স মানে? আপনি কি শ্মশানে নিয়ে যাওয়ার কথা

www.MurchOna.com

ভাবছেন ? শুনুন। আপনার বাবা যখন সেকরা ছিলেন তখন নিশ্চয়ই তাঁকে কাজ-কর্ম করতে দেখেছেন ?

আজ্ঞে হ্যাঁ। মাথা নাড়তে গিয়ে ঘাড় আটকে গেল মধুগোপালের।

কাঞ্চন সেটা ঠিক করে দিয়ে বলল, দেখে দেখেও তো শেখা যায়।

তা যায়।

ব্যস। সেই অভিজ্ঞতা থেকে দামটা বলে দেবেন।

এই সময় সত্যপ্রকাশ ঘরে ঢুকে বললেন, এ তো বাপের চেহারা পায় নি।

কাঞ্চন হাসল, সবাই কি সব পায় দাদু!

মধুগোপাল বলল, আজ্ঞে বাপ লম্বা ছিল, আমি মায়ের ধাত পেয়েছি।

সত্যপ্রকাশ বললেন, সেটা বুঝতে পেরেছি। তা বাপের হাতের গুণ কি পেয়েছ?

আজ্ঞে না। মা নিষেধ করেছিল। বাপ নাকি পার্টির সোনা সরাত।

আঁতকে উঠলেন সত্যপ্রকাশ। এ্যাঁ। বলো কী? এ বাড়ির কত গয়না বানিয়েছে তোমার বাবা, তার মানে আমাদের সোনা ও সরিয়েছে?

তাতো নিশ্চয়ই, মানে, সেটাই স্বাভাবিক।

কাঞ্চন বলল, ছেড়ে দিন। লোকটা তো মরে গেছে। আর মধু বাবু তো বাপের ওই গুণ পায় নি। ওকে দেখান দাদু।

সত্যপ্রকাশ একটা কাজ করা কাঠের বাক্স খুলে এগিয়ে ধরলেন, দ্যাখ, এটার দাম কত হবে এখন ? তোমার বাপের হাতের কাজ!

মধুগোপাল একটু লক্ষ করেই চেঁচিয়ে উঠল, ঠিক এই জিনিস পরে একটা ডেডবডি এসেছিল মাস খানেক আগে। আত্মীয়রা সেটা সমেত বডি চুল্লিতে ঢুকিয়ে দিয়েছিল।

ওটা নিশ্চয়ই ইমিটেশন গয়না। ভালো করে দেখে এর দাম বলুন। কাঞ্চন গম্ভীর গলায় বলল।

আজ্ঞে বাবা বলতেন, জড়োয়া কিনতে টাকা, বেচতে ফাঁকা। সোনা কম, নেই বললেই হয়। ছোট ছোট পাথরের ঝিকিমিকিই সব। তা এখন, বড় জোর হাজার দশ পাবেন।

সত্যপ্রকাশ চেঁচিয়ে উঠলেন, কী ?

মধুগোপাল বলল, ওই যে, বললাম, বিক্রি করলেই ফাঁকা।

সত্যপ্রকাশ পাগলের মতো মাথা নাড়লেন। নো। অসম্ভব।

মধুগোপাল হাসল। কী যে বলেন দাদু! এই তো গতকাল হাটখোলার গুপ্তবাড়ির বউ এসেছিল। পরনে তার বিয়ের বেনারসি। সেই আমলে অনেক

www.MurchOna.com

টাকায় কেনা। কেউ বলল, অত দামি শাড়ি সুদ্ধ পোড়াবে ? খুলে নাও ? তা আমি বললাম; পুরনো বেনারসির দাম আর কত ? হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ।

সত্যপ্রকাশের চোখ ছোট হলো। তুমি কি ব্যবসা ছেড়ে শ্মশানে ঘুরে বেড়াও ?

কাঞ্চন তাড়াতাড়ি বলে উঠল, না দাদু, ওটা ওর হবি।

গেট আউট। বেরিয়ে যাও। যাও। ধমকালেন সত্যপ্রকাশ।

ডেকে এনে ইনসাল্ট করলেন দাদু! আপনার আশীর্বাদে কত রাগী লোককে পোড়ালাম। পুড়বার পর সবার চেহারা এক হয়ে যায়। কথাগুলো বলতে বলতে বেরিয়ে যায় মধুগোপাল।

হতভম্ব সত্যপ্রকাশ বললেন, ও কাঞ্চন, এ ডোম না সেকরা ?

কাঞ্চন বলে, যদুগোপালের ছেলে মধুগোপাল।

এখন কী হবে ? মাত্র দশ হাজার ! স্ত্রীর ছবির দিকে তাকালেন সত্যপ্রকাশ। মরে যাওয়ার আগে একটা সলিড জিনিসও রেখে যেতে পারলে না। আমার আশা আর পূর্ণ হবে না। যাই, এটাকে অন্তত রেখে আসি।

সত্যপ্রকাশ ভেতর চলে গেলে কাঞ্চন দেওয়ালে ঝোলানো ছবিটাকে ঠিক করে। আর তখনই ঊর্মিমালা ঢোকে। একী ? কখন এলে ?

কাঞ্চন হাসল, অনেকক্ষণ ?

শোন। তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে। আচ্ছা। তুমি কি আমার সম্পর্কে দুর্বল ? ঊর্মি সোজাসুজি প্রশ্ন করল।

দুর্বল মানে ? কাঞ্চন মুচকি হাসল।

ওঃ। বাংলা বোঝ না ? ডু ইউ লাভ মি ? ঠোঁট কামড়াল ঊর্মি।

চোখ বড় করল কাঞ্চন, এটা কি বাংলা ?

ঊর্মি এগিয়ে গিয়ে চেয়ারে বসল। শোন, তোমাকে নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় আমার নেই। তবুও বলছি, ছোটবেলা থেকে তোমায় দেখছি। বন্ধুই বলা যেতে পারে।

মাথা নাড়ল কাঞ্চন, তা তো ঠিকই। তবে তুমি ক্লাশ নাইনে পড়ার সময় লিখেছিলে, রিক্ত আমি শূন্য আমি কিছুই আমার নাই, চেয়েছিলে ভালোবাসা দিলাম ঢেলে তাই।

চিঠিটা আমি যত্ন করে রেখে দিয়েছি।

কাঁধ ঝাঁকাল ঊর্মি, ওটা ছিল কফ লাভ। সর্দি কাশির মতো, সবারই হয়। কিন্তু তুমি এখন এ বাড়িতে এসে আমার দিকে তাকাও তা আমাকে ডিস্টার্ব করে।

www.MurchOna.com
suman_ahm@yahoo.com

www.MurchOna.com

ও ব্বাবা! তাকানোও নিষেধ ?

হ্যাঁ। আমাদের স্ট্যান্ডার্ড এখন আলাদা।

আমার তো আলাদা বলে মনে হয় না। কাঞ্চন হাসে।

উঠে দাঁড়ায় ঊর্মি। উফ্। আমি আমেরিকায় চলে যাচ্ছি। আর তুমি এখানে পড়ে থাকবে। ব্যাপারটা বুঝতে চেষ্টা কর।

এই সময় প্রতিমা ঘরে এসে কাঞ্চনকে দেখে জিজ্ঞাসা করল, কিরে! কখন এলি ?

অনেকক্ষণ। নাও। পকেট থেকে জর্দার কৌটা বের করে এগিয়ে ধরে।

এই যা। আগেরটা তো এখনো শেষ হয় নি। দ্যাখ কাণ্ড। প্রতিমা কৌটা নেয়।

মা, বাবা কোথায় ? ঊর্মি গম্ভীর গলায় জিজ্ঞাসা করে।

বোধহয় ছাদে।

শোনা মাত্র ঊর্মি বেরিয়ে যায়। সেটা লক্ষ করে হাসে কাঞ্চন।

প্রতিমা জিজ্ঞাসা করে। হাসছিস যে ?

এমনি। তুমি কেমন আছ কাকিমা ?

আমি তো খারাপ থাকি না।

আমি বুঝতে পারি না। এ বাড়ির সব কাজ তুমি নিজের হাতে কর কেন ? কমসে কম রান্নার লোক রাখতে তো পার। কাঞ্চন বলল।

মাথা নাড়ল প্রতিমা। মাইনে করা লোকের রান্না এরা খেতে পারে না।

চমৎকার। তোমার বাপের বাড়িতে শেষ কবে গিয়েছ ?

তোর কী ?

যেতে ইচ্ছে করে না ?

আমি চলে গেলে এদের কে দেখবে ? কাঞ্চন ম্লান হাসল।

তোমার মতো মানুষকে প্রশংসা না সমালোচনা করা উচিত আমি জানি না, তবে আমার মা বেঁচে থাকলে তাঁকে কখনোই এসব করতে দিতাম না।

প্রতিমা কিছু বলার আগেই অরুণপ্রকাশ ঘরে ঢুকে কপালে ভাঁজ ফেলে জিজ্ঞাসা করল। কাঞ্চন যে, কী মনে করে ?

কাঞ্চন হাসল, এই আর কী ?

অরুণপ্রকাশ স্ত্রীর দিকে একবার তাকাল। তারপর চেয়ারে বসে বলল, তুমি ওই বুড়ো মানুষটাকে নাচাচ্ছ। কেন বলো তো ? জমিজমার খবর এনে

www.MurchOna.com

দেওয়ার কী দরকার ?

কাঞ্চন বলল, কাকাবাবু । দাদু আদেশ করেছিলেন।

অরুণপ্রকাশ বিরক্ত হলো। সে বলল, শোন কাঞ্চন কিছুদিন থেকে তোমাকে একটা কথা বলব বলে ভাবছিলাম। উর্মি বড় হয়েছে আর তোমার এই বাড়িতে ঘনঘন আসা ঠিক
হচ্ছে না। বুঝতে পারছ ?

মাথা নাড়ল কাঞ্চন, না।

তুমি এতটা গবেট তা আমি জানতাম না। শোন, উর্মির বিয়ে দিতে হবে।

পাত্র ঠিক হয়ে গিয়েছে ?

না, এখনো ঠিক হয় নি। তাই বলছিলাম, তোমার এখন এ বাড়িতে আসা ঠিক নয়।

যেন উৎকণ্ঠা কেটে গেছে এমন ভঙ্গিতে কাঞ্চন বলল, তাই বলুন। আপনারা, বড়রা, এত ভূমিকা করেন। কিন্তু কোনো চান্স নেই কাকা বাবু। আপনি দুশ্চিন্তা করবেন না।

অরুণপ্রকাশ অবাক, কী বলতে চাইছ ?

দেখুন, উর্মি আমার ছেলেবেলার বন্ধু। কিন্তু এখন ও বলে দিয়েছে আমাদের জগৎ আলাদা। অতএব আমাকে নিয়ে দুর্ভাবনা করবেন না। কাঞ্চন বলল।

বাহ্। গুড। বসো বসো। খুব ভালো খবর শোনালে। তা কাঞ্চন,তুমি এত লোকের উপকার করে বেড়াচ্ছ আর আমার জন্যে একটা
ফ্ল্যাট দেখে দিতে পারছ না ?

সত্যি ? আমাকে আগে বলেন নি তো! আমার বন্ধুর হবু শ্বশুর কাঁকুড়গাছিতে ফ্ল্যাট বানাচ্ছে। আমি বললে বেশ কমে দেবে। কাঞ্চন বলল।

কাঁকুড়গাছি ? অরুণপ্রকাশ উল্লসিত, চমৎকার জায়গা, আমার তিন বেডরুমের ফ্ল্যাট চাই। কী রকম দাম পড়বে ?

আজ্ঞে, জিজ্ঞাসা করে এসে বলব। কাঞ্চন কথাগুলো বলতেই উর্মি ঢুকল, ও বাপি, তুমি এখানে বসে আছ।

কী ব্যাপার ? অবাক হলো অরুণপ্রকাশ।

উর্মি বাবার গলা গড়িয়ে ধরল, আমেরিকা থেকে চিঠি এসে গেছে।

কার চিঠি ?

উফ্! ইউনিভার্সিটিতে এডমিশনের।

প্রতিমা জিজ্ঞাসা করল, কত দিনের জন্যে যাবি ?

কাঞ্চন ফোড়ন কাটল, যে আমেরিকায় পড়তে যায় সে আর ফেরে না।

www.MurchOna.com

উর্মি চোখ পাকাল। বাবা, ওকে চুপ করতে বলো। হ্যাঁ, ওরা একটা সেমিস্টারের জন্যে ফিন্যান্সিয়াল গ্যারান্টি চায়। ধর তেরো হাজার ডলার। তোমাকে এই টাকার ব্যবস্থা করে দিতে হবেই।

ডলার ? অরুণপ্রকাশ মাথা নাড়লেন, আমি কখনো ডলার চোখে দেখি নি।

তোমার দেখার দরকার কী! তুমি টাকা দিলেই ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

কাঞ্চন গম্ভীর গলায় বলল, প্লাস প্লেন ভাড়া, ভিসার খরচ—।'

উর্মি ধমকাল, এই! তুমি কথা বলছ কেন ?

কাঞ্চন বলল, তুমি নয় তুই, ছেলেবেলায় তুই বলতিস। কাকাবাবুও শান্তি পাবেন।

অরুণপ্রকাশ উঠে দাঁড়াল। অসম্ভব।আমার পক্ষে তোমার পেছনে এত টাকা খরচ করা সম্ভব নয়। ধার করে কোনো মতে একটা ফ্ল্যাট কিনতে যাচ্ছি। তুমি আমার কাছে আশা করো না। ব্যস।

উর্মি চিৎকার করল। বাট হোয়াই? কেন?

অরুণপ্রকাশবলল, আমার টাকা নেই, তাই।

তুমি আমার বিয়েতে টাকা খরচ করতে না ? সেই টাকাটা দাও। তোমাকে আর আমার বিয়ে দিতে হবে না। উর্মি বাবার সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

অরুণপ্রকাশ বিব্রত গলায় বলল, প্রতিমা, তোমার মেয়ে কী বলল শুনলে ?

কাঞ্চন বলল, আমেরিকায় বিয়ে করলে শুনেছি এত খরচ হয় না।

অরুণপ্রকাশ বললেন, আচ্ছা, তোমার কোনো কাজকর্ম নেই ?'

আজ্ঞে না।

যাওনা বাবার সঙ্গে গিয়ে গল্প কর।

কথাটা শোনামাত্র কাঞ্চন চলে গেল ভেতরে।

উর্মি বলল, বাবা, প্লিজ!

অরুণ দ্রুত মাথা নাড়ল, নো। অসম্ভব।

অসম্ভব ? এত বছর এই ভাড়া বাড়িতে থাকলে আর পাঁচ বছর থাকতে পারবে না ? তুমি তোমার ফ্ল্যাট পাঁচ বছর পরে কিনো। আমি চাকরি করে টাকাটা পাঠিয়ে দেব তোমাকে। কান্না সামলাতে সামলাতে ভেতরে চলে গেল উর্মি।

প্রতিমা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল মেয়ের যাওয়া দেখে। অরুণপ্রকাশ বলল, তুমি মেয়েকে বুঝিয়ে বলছ না কেন ?

www.MurchOna.com

আমি কী বলব! নিচু গলায় বলল প্রতিমা।

তাই তো। সব ঝড়-ঝাপটা আমার ওপর। আমার পাশে এসে তুমি কোনোদিন দাঁড়িয়েছ? আমি যেন এ বাড়ির টাকা রোজগার করার মেশিন। বাবা টাকা চাইছে বাড়ি বানাতে, মেয়ে যেতে চাইছে আমেরিকায়, ছেলে টিভির সিরিয়াল বানাবে। তুমি কেন চুপ করে আছ? চাও, চেয়ে ফ্যালো! অরুণপ্রকাশ উত্তেজিত।

প্রতিমা মৃদু হাসল, সবাই কি চাইতে পারে?

অরুণপ্রকাশ কিছু বলতে গিয়ে কাঞ্চনকে দেখে থেমে গেলেন। কাঞ্চন বলল, যাই কাকিমা। কাকাবাবু, ফ্ল্যাটের খবর আজই নিয়ে নেব ।

অরুণপ্রকাশ ডাকলেন, কাঞ্চন।

গলার স্বরে এত নরম ভাব ছিল যে কাঞ্চন অবাক হয়ে তাকাল।

অরুণপ্রকাশ বলল, তুমি ওকে একটু বোঝাও না। এক সঙ্গে বড় হয়েছ, খেলেছ, আমেরিকায় যেতে নিষেধ কর না।

কাঞ্চন বলল, একটু আগে বললেন ঘনঘন না আসতে—।

অরুণপ্রকাশ হাসলেন, আরে ওসব কথার কথা। নিশ্চয়ই আসবে। জন্ম থেকে দেখছি তোমায়। তুমি তো আমাদেরই একজন। শোন, তুমি ওকে বোঝাও।

হঠাৎ দরজার বাইরে থেকে সত্যপ্রকাশের গলা শোনা যায়। পিতৃভক্তি আর কন্যাস্নেহ যে পুরুষের মন থেকে উধাও হয়ে যায় তাকে এক কথায় কী বলে অরুণপ্রকাশ?

হকচকিয়ে যায় অরুণপ্রকাশ, মানে?

মানে তুমি একটি পাষণ্ড। আমি একটা খুব ইম্পর্টেন্ট এ্যানাউন্সমেন্ট করতে এসেছি এখানে। কিছুদিন ধরেই এটা ভাবছিলাম। আজ যদুগোপালের ছেলে মধুগোপাল আমার সব সঙ্কোচ দূর করে দিল।

অরুণপ্রকাশ বলল, মধুগোপাল আবার কে?

সত্যপ্রকাশ বললেন, সেকরার ছেলে। পঞ্চাশ বছর আগে তোমার মাকে একটা জড়োয়ার গহনা তার বাবাকে দিয়ে বানিয়ে উপহার দিয়েছিলাম। পঞ্চাশ বছরে সোনার দাম সোওয়াশো গুণ বেড়েছে কিন্তু জড়োয়ার দাম—! অথচ নির্বোধের মতো তাই আমি আগলে বসে ছিলাম। যাকগে, আমি তো এখোন শুধু অন্ন ধ্বংস করছি। আমার কোন লক্ষ্য নেই আর লক্ষ্যহীন মানুষ মজা ডোবার মতো। কাল সকালে কেন ঘুম থেকে উঠব এই প্রশ্নের উত্তর আমার জানা নেই। এভাবে বেঁচে থাকার কোনো অর্থ হয় না। তাই ঠিক

www.MurchOna.com

করেছি, আমি সত্যপ্রকাশ দত্ত, আগামীকাল দুপুর বারোটায় আত্মহত্যা করব। দ্যাটস ফাইন্যাল। গম্ভীর মুখে চেয়ারে বসলেন সত্যপ্রকাশ।

আপনি কি পাগল হয়ে গেলেন বাবা ? চিৎকার করে জিজ্ঞাসা করল অরুণপ্রকাশ।

না। পাগল কেন হবো ? এই দিন তোমারও আসবে। সেদিন বুঝবে আমার চেয়ে মহাজ্ঞানী তুমি কাউকে দ্যাখ নি। এ আমার গোটা জীবনের উপলব্ধি। সত্যপ্রকাশ বুকে হাত দিতেই প্রতিমা ডুকরে কেঁদে উঠল। তার দিকে তাকালেন সত্যপ্রকাশ। বললেন, কেঁদো না বউমা। চোখের জল ফেলে আমার যাওয়ার পথ পিছল করে দিও না। তোমার শাশুড়ি গিয়েছেন ক্যান্সারে। আমাকে নিঃস্ব করে। আমি যাব ড্যাংডেঙিয়ে, তোমাদের মুক্ত করে।

এই সময় কাঞ্চন এসে সত্যপ্রকাশের কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ফিসফিস করে কিছু বলল। সত্যপ্রকাশ ঘাড় নাড়লেন, না না। যা বলার স্বচ্ছন্দে এদের সামনে বলতে পার। এখন আমার চক্ষুলজ্জা আর নেই।

বেশ। আপনি কি সিরিয়াস ? কাঞ্চন জিজ্ঞাসা করল।

তোমার কি ধারণা আমি ইয়ার্কি মারছি ? সত্যপ্রকাশ খেঁকিয়ে উঠলেন।

কাঞ্চন মাথা নাড়ল, গুড। যদি কিছু মনে না করেন তাহলে কি জানতে পারি আপনি কেমন করে আত্মহত্যা করছেন ?

নো। মাথা নাড়লেন সত্যপ্রকাশ, ওটা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার। তাছাড়া তুমি তো বাইরের লোক। তাই না ?

বাহ্, দাদু! আমি এখন বাইরের লোক হয়ে গেলাম।

নিশ্চয়ই। এই বাড়ির কেউ কি তোমাকে ভেতরের লোক বলে মনে করে ? তাছাড়া শোন, মানুষের জীবনে বেঁচে থাকাটা এক সময় অবান্তর হয়ে যায়। অন্যের গলগ্রহ হয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে সসম্মানে চলে যাওয়া ঢের ভালো। অবশ্য তোমাকে এসব কথা বলার কোনো মানেই হয় না।

কাঞ্চন বৃদ্ধের দিকে তাকাল, চমৎকার। এখন আমি আমার কাছে মূল্যহীন। কিন্তু আপনার যাবতীয় গোপন কাজকর্ম তো আমাকে দিয়েই করাতেন।

সেটা করতে নিজের স্বার্থে।

অরুণপ্রকাশ বলল, এটা ঠিক নয় বাবা। দমদমের জমির খবর তো কাঞ্চনই এনে দিয়েছে। তাই না ?

কাঞ্চন মনে করিয়ে দিল, সেই সাথে হাভানার চুরুট।

www.MurchOna.com

অরুণপ্রকাশ চমকে উঠল। অ্যাঁ।

সত্যপ্রকাশ গম্ভীর গলায় বললেন, সাতদিন আনো নি।

আজই পাবেন। কাঞ্চন বলল।

কাল দুপুরের আগে না আসলে ভোগে লাগবে না।

কাঞ্চন কাছে এলো, দাদু, আপনি বোঝার চেষ্টা করুন। আত্মহত্যা করাটা আইনের চোখে অপরাধ। ধরুন আত্মহত্যা করতে গিয়ে আধাখেচড়া হয়ে আপনি মরলেন না, হাসপাতালে ভর্তি হলেন, আপনার জেল হয়ে যাবে। জেলে গিয়ে থাকতে কার ভালো লাগে বলুন? তাই, কীভাবে আপনি আত্মহত্যা করতে চান তা বললে আমি আপনাকে সাহায্য করতে পারি।

অরুণপ্রকাশ চেঁচিয়ে উঠল, সেকী ! তুমি আমার বাবাকে মরতে সাহায্য করছ?

মাথা নাড়ল কাঞ্চন। কাকাবাবু, আপনার বাবা জেলে গেলে আপনি মুখ দেখাতে পারবেন? উনি যে দুঃসাহসিক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, দুঃসাহসিক বললে কম বলা হবে, বিচক্ষণ সিদ্ধান্ত তা কাগজের লোক জানলে হেডলাইন হয়ে যাবে, জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে সত্যপ্রকাশ আত্মহত্যা করতে চলেছেন।
সত্যপ্রকাশ বললেন , আর আমার বারোটা বেজে যাবে।
কাঞ্চন প্রতিবাদ করল, মোটেই না। লোকে আপনাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে?
ঊর্মি এগিয়ে এলো এবার, দাদু, প্লিজ, আমার দিকে তাকাও।

আমার কি আর তাকাবার বয়স আছে দিদি ভাই! যাই একটু বিশ্রাম নিই। আর তো কয়েকটা ঘণ্টা। সত্যপ্রকাশ ধীরে ধীরে ভেতরে চলে গেল।

পাথরের মতো ওর যাওয়া দেখল অরুণপ্রকাশ। তারপর ছটফটিয়ে উঠল, এখন আমি কী করি? বাবা যদি আত্মহত্যা করে—!

ঊর্মি কথা শেষ করতে দিল না। তুমি মিছিমিছি টেনশন করছ। যারা মুখে বলে তারা কখনই আত্মহত্যা করে না।

কাঞ্চন মাথা নাড়ল, দাদুর কথা আলাদা।

তার মানে? ঊর্মি রেগে গেল।

কাঞ্চন বোঝাল, দাদু এক কথার মানুষ। তাই না কাকাবাবু? তাছাড়া এখন পাবলিকের মন রাখতে ওকে আত্মহত্যা করতে হবে।

অরুণপ্রকাশ হতভম্ব। আরে! এর মধ্যে পাবলিক এলো কোত্থেকে?

www.MurchOna.com

কাঞ্চন মাথা নাড়ল, খবরের কাগজ তো পাবলিকই পড়ে।

অরুণপ্রকাশ প্রতিমার দিকে ঘুরে দাঁড়াল, এই জন্যে ওকে ঘনঘন এই বাড়িতে আসতে নিষেধ করেছিলাম। আনাও, আরো জর্দা আনাও ওকে দিয়ে। ওকে বলে দাও, এই বাড়ির ভেতরের খবর যেন বাইরে প্রচার করে না বেড়ায়।

কাঞ্চন মাথা নাড়ল, ছিছি একী বলছেন! আচ্ছা, আপনি ব্যাপারটাকে একটু অন্যভাবে দেখতে পারেন না?

কীভাবে?

একটা মানুষ সারাজীবন বেঁচে থেকে আবিষ্কার করল তার আর নতুন কিছু পাওয়ার নেই। এখন বেঁচে থাকা মানে প্রতিদিন একই কথা বলা, একই খাবার খাওয়া, একই মুখ দেখা। তার হাতে টাকা নেই তাই কর্তৃত্বও নেই। প্রতিটি সংসারে এরকম মানুষ আপনি দেখতে পাবেন। এক্ষেত্রে আপনার বাবা যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তা এক কথায় বৈপ্লবিক। কেউ ওঁকে প্ররোচনা দেয় নি। তিনি স্বেচ্ছায় আগামী প্রজন্মের জন্যে জায়গা ছেড়ে দিয়ে যাচ্ছেন। এই খবর ছাপা হলে চারধারে হৈচৈ পড়ে যাবে। আর দাদুর ছেলে হিসেবে আপনার নামও কাগজে ছাপা হবে। কী বিশাল পাবলিসিটি বলুন তো! কাঞ্চন বক্তব্য শেষ করল।

কিন্তু পুলিশ? অরুণপ্রকাশ দ্বিধায় পড়ল।

রাখুন তো! বাড়ির বউ আত্মহত্যা করলে পুলিশ স্বামীকে ধরে নিয়ে যায় কিন্তু বাবা আত্মহত্যা করলে কখনো পুলিশ ছেলেকে ধরে নিয়ে গেছে বলে শুনেছেন?

মাথা নাড়ল অরুণপ্রকাশ। না। তা শুনি নি।

তবে? এছাড়া আর একটা সম্ভাবনার কথা ভেবেছেন? কাঞ্চন হাসল।

কী?

আমাদের আবাসন মন্ত্রী কাগজে খবরটা পড়ে ওঁর হতাশায় আবেগে আপ্লুত হয়ে এ বাড়িতে এসে একটা বাগানওয়ালা বাড়ি অফার করতে পারেন!

আবাসন মন্ত্রী তো শুধু ফ্ল্যাট বিতরণ করেন।

তাহলে তো হয়েই গেল। ওঁর সঙ্গে দেখা করতে চাইলে আপনি এ্যাপয়ন্টমেন্ট পেতেন না। এ বাড়িতে উনি এলে কানে কানে ফ্ল্যাটের কথা বলে দেবেন।

অরুণপ্রকাশের সন্দেহ গেল না। এ বাড়িতে উনি কেন আসবেন?

www.MurchOna.com

কাঞ্চন বোঝালো, ও কাকাবাবু, কাগজে পড়েন নি ? কেউ মার্ডার হলে তার বাড়িতে মন্ত্রী এমএলএ ছুটে যায়। যায় না ? এই অভিনব আত্মহত্যার কথা কাগজে পড়লে এই বাড়ি মন্ত্রীতে মন্ত্রীতে ভরে যাবে।

অরুণপ্রকাশ খুব নার্ভাস হয়ে পড়ল, তার মাথা ঘুরতে লাগল। সে বলল, প্রতিমা, আমার শরীরটা কেমন করছে, একটু এসো,ওষুধের বাক্সটা বের করে দাও।

অরুণপ্রকাশের পেছন পেছন প্রতিমা বেরিয়ে গেলে কাঞ্চন ঊর্মিকে বলল, তোর জন্যে আমার খুব দুঃখ হচ্ছে রে ?

আমার জন্যে ? ঠোঁট বেঁকালো ঊর্মি।

হ্যাঁ, আমার যদি অত টাকা থাকত তাহলে তোকে দিয়ে দিতাম। কাঞ্চন সিরিয়াস মুখ করে বলল, অবশ্য একটা বুদ্ধি দিতে পারি।

সত্যি। প্লিজ, বলো না।

উঁহু। ছোটবেলার বন্ধুত্বে ফিরে যেতে হবে। অতএব তুমি না, তুই।

ঊর্মি বলল, আমি জানি ব্যথা দিয়েছি। কিন্তু কী করব। আমাদের পথ যে আলাদা। আমি দু-একটা চিঠি কবিতায় লিখেছিলাম ঠিকই। কিন্তু তখন তো বয়স কম ছিল। আমি আমেরিকায় গিয়ে সেটল করলে যেন বেড়াতে যাওয়া হয়।

কাঞ্চন হাসল। কিন্তু যাবি কী করে ? বাড়িতে কেউ আত্মহত্যা করলে পুলিশ কাউকে ছেড়ে কথা বলবে ?

ঊর্মি অবাক, তাহলে আমার কী হবে ?

আমাকে ভাবতে দে।

প্লিজ, আমার জন্যে ভাবলে খুব খুশি হবো।

ঠিক আছে চলি রে! কাঞ্চন বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল।

www.MurchOna.com

সন্ধেবেলায় বাড়িতে একজন এলেন। সঙ্গে একটা স্যুটকেশ। মোটাসোটা, বয়স ষাটের ওপরে। ফর্সা, পুরো মাথা জোড়া টাক। পালিশ লাগানো প্যান্ট। ঊর্মি দরজা খুলেছিল। জিজ্ঞেস করেছিল। আপনি ?

তুমি কে ? হু আর ইউ ? লোকটি ঘরে ঢুকে চারপাশে তাকাল। ঊর্মির জবাব পাওয়ার আগেই লোকটার নজর পড়ল ছবির ওপর। সঙ্গে সঙ্গে কাঁপতে কাঁপতে ছুটে গেল সেদিকে। ও দিদি, তুই নেই। আহা কী ভালোই না বাসতিস আমাকে। কোথায় গেলি তুই এই আমাকে ফেলে রেখে ? দিদি গো—!

কান্নার আওয়াজ শুনে অরুণপ্রকাশ ঘরে এসেছিল। তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো, মামা ?

মামা তাকাল, মেরে ফেললে ? আমার বোনটাকে তোমরা মেরে ফেললে ?

কী বলছেন আপনি ? আমি আমার মাকে মেরে ফেলব ? অরুণপ্রকাশ অবাক।

তাহলে ও চলে গেল কেন ? তোমার বাবা নিশ্চয়ই বেঁচে আছে ?

বাবা ? হ্যাঁ।

ব্যস। এটুকুতেই হবে। আমার যা কপাল, তাতে তিনি যদি না থাকতেন তাহলে অবাক হতাম না। কল হিম। ডাক তাকে। মামা চেয়ারে বসলেন।

অরুণপ্রকাশ ঊর্মিকে ইশারা করতে সে ভেতরে চলে গেল। অরুণপ্রকাশ জিজ্ঞাসা করল, আপনি এখন কোত্থেকে আসছেন ?

হার্ডওয়্যার। তুমি কি জান আমি গত কুড়ি বছর মহাযোগীর আশ্রমে ছিলেম। সংসার ত্যাগ করে যাওয়ার সময় দিদি কত কেঁদেছিল। চিঠি লিখে বলেছিল, তার কাছে এসে থাকতে। কিন্তু ঈশ্বরের টানে চলে গিয়েছিলাম। কিন্তু কুড়ি বছর থাকার পর বুঝলাম, বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়। চলে এলাম দিদির কাছে। আসার আগে যদি জানতাম দিদি নেই— । ডুকরে উঠল মামা।

কে ? কে ওটা ? সত্যপ্রকাশের গলা শোনা যেতেই সোজা হয়ে বসে

www.MurchOna.com

মামা।

জামাইবাবু, আমি ভূতু। মামা বলল।

সর্বনাশ! তুমি এখানে কী মনে করে? সত্যপ্রকাশ ঘরে ঢুকলেন।

সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে ছবির কাছে ছুটে গিয়ে ডুকরে উঠল মামা। দিদি গো! কার কাছে রেখে গেলি তুই আমাকে? এত পাষাণ! বুঝতে পেরেছি, তুই নিজে কেন থাকতে পারলি না আর। দিদি গো!

হোয়াট ইজ দিস? কী যা তা বলছ, অ্যাঁ? সত্যপ্রকাশ এগিয়ে এলো।

এত বছর পরে এলাম, দিদি থাকলে এই ব্যবহার করতে পারতেন?

ঠিক আছে, ঠিক আছে। তুমি কী চাও?

কিছু না, শুধু আপনার স্নেহ! হাতজোড় করল মামা।

তোমার মতো টেকো বুড়োকে আমি স্নেহ করতে যাব কোন দুঃখে? অ্যাঁ? সত্যপ্রকাশ জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি এ বাড়িতে বডি ফেলতে চাও?

সেই তো ছিল দিদির শেষ ইচ্ছা।

নো চান্স। কাল দুপুরের পর আমি ছবি হয়ে যাচ্ছি। অবশ্য তোমার ভাগ্নে যদি তোমাকে রাখতে চায় তাহলে আমার আপত্তি নেই।

আপনি ছবি হয়ে যাচ্ছেন মানে? মামা অবাক।

এতক্ষণ চুপচাপ শুনছিল অরুণপ্রকাশ;

এবার বলল, বাবা স্থির করেছেন, কাল দুপুরে আত্মহত্যা করবেন।

ইয়ার্কি? মামা গর্জে উঠলেন, আমাকে ভাগিয়ে দিয়ে আপনি কেটে পড়ার তালে আছেন? আমি এখনই থানায় যাচ্ছি আপনার নামে ডায়েরি করব।

যা ইচ্ছে কর কিন্তু আমাকে আর জ্বালাতে এসো না। তবে মনে রেখো, আমার মৃত্যুর পর পুলিশ এ বাড়ির সবাইকে যখন জেরা করবে তখন তোমাকেও ছাড়বে না। তারা ভাবতেই পারে এই এত বছর বাদে এখানে এসে তুমি আমাকে এমন কিছু বলেছ যার জন্যে আমি আত্মহত্যা করেছি। সত্যপ্রকাশ আর না দাঁড়িয়ে ভেতরে চলে গেলেন।

মামা টাক চুলকালেন, মহা গ্যাঁড়াকলে পড়া গেল। এনাউন্স করে কেউ আত্মহত্যা করে বলে কখনো শুনি নি। ঠিক আছে। ওহে ভাগ্নে, আজকের রাতটা আমি অন্য কোথাও ম্যানেজ করছি কিন্তু কাল দুপুরের পরও যদি তোমার বাপ বেঁচে থাকে তাহলে এখানে চলে আসব। তোমার মায়ের শেষ ইচ্ছে আমাকে পূর্ণ করতেই হবে। ব্যাগ নিয়ে মামা গুটিগুটি বেরিয়ে গেলেন।

ঊর্মি বলল, উঃ।

অরুণপ্রকাশ মেয়ের দিকে তাকাল।

www.MurchOna.com

উর্মি বলল, তুমি, দাদা আর আমি ছিলাম, এখন আর একজন বেড়ে গেল।

রাতটা কেটে গেল। গতরাতে শ্বশুরকে খাবার দিতে গিয়ে কেঁদেছিলেন প্রতিমা। সেটাকে উপেক্ষা করে বেশ তৃপ্তির সাথে খেয়েছেন সত্যপ্রকাশ।

সকালে ঝিম মেরে বসে থাকা অরুণপ্রকাশের পাশে এলো উর্মি, বারোটা বাজতে এখনো চারঘণ্টা দেরি আছে বাবা।

হুম। এখন উনি কী করছেন জানিস?

চুপচাপ শুয়ে আছেন।

অরুণপ্রকাশ ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলল, তাইতো স্বাভাবিক। চারঘণ্টা পরে যিনি মারা যাবেন তিনি কি নেচে বেড়াবেন? আমাকে ওঁর ঘরে ঢুকতে নিষেধ করেছেন, তুই যা, শেষবার চেষ্টা কর বোঝাতে।

উর্মি মাথা নাড়ল, লাভ হবে না। দাদু এখন মুক্তির স্বপ্ন দেখছেন।

মুক্তি? অরুণপ্রকাশ অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল।

হ্যাঁ, এই ভবসংসার থেকে মুক্তি।

অরুণপ্রকাশ দুহাতের তালুতে মুখ ঢাকল একটু। হায়রে! আমি এখন কী করি! আর তোর মাকে দ্যাখ, রান্নাঘরে বসে রেঁধে যাচ্ছেন। আরে, বেলা বারোটার পর তোমার রান্না ওই ঘ্যাঁট কারো গলা দিয়ে নামবে?

উর্মি বলল, বাবা, আমার মনে হচ্ছে ওর কথা শুনলে ভালো হতো। খবরের কাগজে খবরটা পড়ে পুলিশ আসত, তারাই দাদুকে থানায় নিয়ে যেত।

এই সময় সত্যপ্রকাশের গলা ভেসে এলো, বউমা, বউমা! আর তারপরেই প্রতিমাকে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে যেতে দেখা গেল।

অরুণপ্রকাশ বলল, হঠাৎ কী হলো?

উর্মি বলল, কী জানি। হয়তো মাকে কিছু বলবেন।

www.MurchOna.com

অরুণপ্রকাশ বলল, হোয়াই ? ওর কাছে ছেলের চেয়ে ছেলের বউ আপন হয়ে গেল? শেষ সময়েও পার্শিয়ালিটি ?

প্রতিমাকে আবার ছুটে আসতে দেখে অরুণপ্রকাশ বললেন, দাঁড়াও! কী ব্যাপার ?

প্রতিমা ব্যস্ততার সাথে বলল, উনি দেশলাই চাইছেন!

খবরদার। দেশলাই দিও না। ঘরে নিশ্চয়ই কেরাসিন অথবা পেট্রোল আছে। অরুণপ্রকাশ চেঁচিয়ে উঠলেন।

ঊর্মি মাথা নাড়ল, না নেই। ভোরবেলায় দাদু যখন টয়লেটে গিয়েছিল তখন আমি তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখেছি।

প্রতিমা বলল, উনি চুরুট খাবেন।

অরুণপ্রকাশ মাথা নাড়লেন, না। বাবার হার্টের অসুখ আছে, ডাক্তার স্মোক করতে বারণ করেছেন। এইসব চুরুট নিশ্চয়ই কাঞ্চন সাপ্লাই দেয়। না, চুরুট খাবেন না।

বললেন, আর তো মাত্র কয়েকঘণ্টা আয়ু, চুরুট খেলে তার আগে নিশ্চয়ই হার্টফেল করবেন না। প্রতিমা চলে গেলেন।

ঊর্মি বলল, উঃ। কী টেনশন হচ্ছে ? বাবা, কিছু একটা কর।

তোর দাদা কোথায় ? এত বড় একটা ব্যাপার অথচ সে নেই, কেন ?

ঊর্মি বললেন, দাদা তো শুটিং-এ গিয়েছে। আউটডোরে।

ভয়ঙ্কর ছেলে। সুযোগ সন্ধানী। বিড়বিড় করল অরুণপ্রকাশ।

ঊর্মি বলল, বাবা তুমি একবার থানায় যাও।

থানায় গিয়ে আমি কী বলব ?

থানায় গিয়ে দাদুর বিরুদ্ধে কমপ্লেইন করবে, উনি আত্মহত্যা করার ভয় দেখিয়ে আমাদের অসুস্থ করে দিয়েছেন!

আমি আমার বাবার বিরুদ্ধে ডায়েরি করব ? তুই কি পারবি ?

ঊর্মি মাথা ঝাঁকাল, ছেলেবেলায় অসুখ করলে জোর করে তেতো ওষুধ খাওয়াতে না। এও তেমনি। দাদুকে বাঁচাতে এছাড়া কোনো উপায় নেই। যাও।

প্রতিমাকে পাশে নিয়ে সত্যপ্রকাশ ঘরে এলেন। এখন থেকে আমি চলে না যাওয়া পর্যন্ত এবাড়ির কেউ কোথাও যাবে না। সবাই আমার সামনে এসে বস। তোমাদের মুখ গুলো যাওয়ার আগে দেখে নিতে চাই। সোজা ঘরের মাঝখানের চেয়ারে বসে ধরানো চুরুটের ধোঁয়া ছাড়েন সত্যপ্রকাশ। তারপর সেটির দিকে তাকিয়ে বলেন, আমার স্টকের শেষ চুরুট। নতুন জুতোটা আর পরা হলো না। বউমা, যাওয়ার আগে একটা ইচ্ছে পূর্ণ করবে?

www.MurchOna.com

প্রতিমা কাঁদো কাঁদো চোখে তাকাল।

সত্যপ্রকাশ বললেন, ঝটপট গোটা ছয়েক লুচি গাওয়া ঘিয়ে ভেজে নিয়ে এসো তো, লালচে লালচে ফুলকো ফুলকো। সঙ্গে সলিড বেগুনভাজা যেন থাকে।

প্রতিমা ঘাড় নেড়ে চলে যাচ্ছিল কিন্তু তাকে পেছন থেকে ডাকলেন সত্যপ্রকাশ, ও বউমা, এরা খাবে কি না তা জিজ্ঞাসা করলে না?

অরুণপ্রকাশ মাথা নাড়ল, না। এ সময় ওসব আমার গলা দিয়ে নামবে না।

কেন? তুমি কি অম্বুবাচীর উপোস করেছ?

বাবা!

কী খোকা?

আপনি হাসতে হাসতে মানুষ খুন করতে পারেন।

সত্যপ্রকাশ মাথা নাড়লেন, তা বলতে পার। আমিও তো মানুষ। আত্মহত্যা তো একধরনের খুনই। তবে এই খুন মুক্তির জন্যে। এর জন্যে যে রক্তপাত তা কখনই অন্যায় নয়। আমি মুক্তি চাই। এবার এমন একটা পরিবারে জন্মাতে হবে যাদের বাগানওয়ালা বাড়ি আছে, ভূতের মতো শালা থাকবে না, তোমার মতো—, থাকগে।

ঊর্মি জিজ্ঞাস করল, দাদু, তুমি কি এ বাড়িতেই আত্মহত্যা করবে?

প্রতিমা কেঁদে ওঠে। অরুণপ্রকাশ বলে, উঃ। আমি যে কী করি!

সত্যপ্রকাশ বললেন, যা করার তা আমি চলে যাওয়ার পর করবে। শোন, কাউকে বলার দরকার নেই আমি আত্মহত্যা করেছি। আত্মহত্যার কেস শুনলে পুলিশ আমার শরীরটার পোস্টমর্টেম করবে। কাটাছেঁড়া আমি সইতে পারব না। বলবে, হার্ট এ্যাটাক, কাঞ্চনকে বললে সে একটা ডেথ সার্টিফিকেট জোগাড় করে দেবে। আজকাল সব সার্টিফিকেট পয়সা দিলেই তো পাওয়া যায়।

অরুণপ্রকাশ অস্ফুটে বলে, কাঞ্চন!

হ্যাঁ। আমাকে খুব ভালোবাসে। এই চুরুট তো সে-ই এনে দিয়েছে। হ্যাঁ, ডেডবডি নিয়ে যাওয়ার জন্যে কাচের গাড়ি আনবে। লাল গোলাপ দেবে।

লাল গোলাপ? অরুণপ্রকাশ বিড়বিড় করল।

হ্যাঁ। ফাঁকি মেরে অন্য ফুল দিও না। নো অ্যাণ্ডরমেন্ট। নাখোদা মসজিদের পাশে হাফিজ-আলির দোকানে গিয়ে মৃগনাভি আতর কিনবে। বড় শখ ছিল আমার। তা জীবিত অবস্থায় গায়ে দিতে পারি নি, ডেডবডি যদি মাখে তবু শান্তি পাব। এরপর আমাকে যত্ন করে ইলেকট্রিক চুল্লিতে ঢুকিও। সঙ্গে তোমার মায়ের ওই ছবিটাও দিও। তিনি কাঠের আগুনে গিয়েছেন, ইলেকট্রিক চুল্লির

www.MurchOna.com

অভিজ্ঞতাটা বাদ থাকে কেন ?

প্রতিমা এবার বেশ জোরে কেঁদে ওঠে।

সত্যপ্রকাশ বলে, না বউমা, আর কেঁদো না। তোমার শাশুড়ি যতদিন বেঁচে ছিলেন ততদিন তোমার জীবনটাকে জের বার করে ছেড়েছিলেন। আমি চলে গেলে নতুন ফ্ল্যাটে গিয়ে দখিনের হাওয়া খেয়ো। কেঁদো না।

প্রতিমা কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে যায়। অরুণপ্রকাশ বলে, বাবা!

বলো খোকা!

আমার ফ্ল্যাটের দরকার নেই। আমি যে টাকা ফ্ল্যাটের জন্যে ব্যবস্থা করেছি তা দিয়ে আপনি বাগানওয়ালা বাড়ি বানিয়ে নিন। অরুণপ্রকাশ বলল।

মাথা নাড়লেন সত্যপ্রকাশ। আর হয় না। মাত্র দুঘণ্টা বাকি আছে।

বাবা। আপনি মরবেন না, আমার খুব কষ্ট হচ্ছে।

আমার কথা ভাবতে হবে না। মেয়েকে আমেরিকায় পাঠিয়ে দাও।

অরুণপ্রকাশ জোরের সাথে বলল, অসম্ভব। আমি টাকা দেব না।

শিউরে উঠল ঊর্মি, সেকী! আমি আমেরিকায় পড়তে যাব না?

না, যাবে না। দেখছ তোমার দাদু আত্মহত্যা করতে চলছে, তোমার মনে কি সামান্য মায়া দয়া নেই ? ছিঃ। অরুণপ্রকাশ মুখ ফেরাল।

ঊর্মি বলল, বেশ। তাহলে আমি ও আত্মহত্যা করব।

সত্যপ্রকাশ চুপচাপ শুনছিলেন এতক্ষণ, তড়িঘড়ি বললেন, বাঃ এসো দিদিভাই, আমরা দু'জনে একসঙ্গে আত্মহত্যা করি।

এই সময় কলিং বেলের আওয়াজ ভেসে এলো। অরুণপ্রকাশ বলল, নিশ্চয়ই কাঞ্চন, যখন তখন এ বাড়িতে ঢোকা যেন ওর রাইট হয়ে গিয়েছে।

সত্যপ্রকাশ বললেন, না। এটা ভূতো হতে পারে। তোমার মায়ের অপোগণ্ড ভাই। আমার কাঁধে চাপতে এসেছে। দরজা খোলার দরকার নেই।

আবার বেল বাজল। এবার একটু জোরে। ঊর্মি বলল, না খুললে বাজিয়েই যাবে। আমি বলে দিচ্ছি পরে আসতে, এখন আমরা ব্যস্ত।

ঊর্মি গিয়ে দরজা খুলতেই দেখতে পেল এক ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছেন। হাতে ব্যাগ। ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন, এটা তো থ্রি বি রমণী দত্ত স্ট্রিট, তাই তো ?

ঊর্মি বলল, নম্বরটা বাইরেই লেখা আছে।

আছে। তবু নিশ্চিত হলাম।

আপনি কাকে চাইছেন ?

প্রতিমা মিত্র এখানে থাকেন ?

www.MurchOna.com

না। প্রতিমা মিত্র বলে কেউ এখানে থাকে না। আমরা দত্ত। যিনি আছেন তাঁর নাম প্রতিমা দত্ত। ঊর্মি বলল।

ও। আমি চ্যাটার্জি এন্ড চ্যাটার্জি সলিসিটার ফার্ম থেকে আসছি, আমাদের ক্লায়েন্ট জানতেন মিসেস প্রতিমা মিত্র এই বাড়িতেই থাকতেন। আচ্ছা, ওঁকে একটু ডেকে দেবেন? জরুরি কথা আছে। ভদ্রলোক বললেন।

ঊর্মি একটু ইতস্তত করে বলল, মা! এই ভদ্রলোক তোমার সাথে কোনো জরুরি কথা বলতে চান।

প্রতিমা স্বামী এবং শ্বশুরের দিকে তাকাল। অরুণপ্রকাশ বলল, কী বলছে দ্যাখ, সময় দিও না।

প্রতিমা এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল, কী ব্যাপার?

ভদ্রলোক নমস্কার করলেন, আপনি প্রতিমা মিত্র?

মাথা নাড়ল প্রতিমা, না। আমি প্রতিমা দত্ত।

ও। দেখুন আমি সলিসিটার ফার্ম থেকে আসছি। আমাদের একজন ক্লায়েন্ট মারা যাওয়ার আগে যে ইন্সট্রাকশন দিয়ে গিয়েছেন সেই মতো আমি আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই। ভদ্রলোক রুমালে কপাল মুছলেন।

কিন্তু আমি তো প্রতিমা মিত্র নই!

আপনি বলেছেন বলে আমি ধন্দে পড়েছি। আচ্ছা, আপনার বাপের বাড়ি কোথায় ছিল?

সাউথ সিঁথিতে। প্রতিমা বলল।

আপনার বাবার নাম কি প্রফুল্লকুমার ঘোষ? ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন।

প্রতিমা অবাক, হ্যাঁ। কিন্তু—।

দাঁড়ান। আপনার মায়ের নামটা বলুন তো। ভদ্রলোক একটু হাসলেন।

সন্ধ্যারানী ঘোষ। কিন্তু এসব কথায় আপনার কী প্রয়োজন?

আছে। প্রয়োজন আছে। আপনি স্কটিশে পড়তেন?

হ্যাঁ।

ভদ্রলোক এক পা এগিয়ে এলেন, প্রতিমা দেবী, এবার ভালো করে মনে করার চেষ্টা করুন। আপনি যখন ফার্স্ট ইয়ারে পড়তেন তখন ফোর্থ ইয়ারে সুশোভন মিত্র নামে কেউ ছিল?

প্রতিমা মাথা নাড়ল, আমি জানি না।

ভদ্রলোক আন্তরিক গলায় বললেন, মনে করার চেষ্টা করুন প্রতিমা দেবী?

প্রতিমা, বলছি তো! আমি জনি না।

আপনি নিশ্চয়ই জানেন। আপনার ডান হাতের কবজির কাছে একটা দাগ

www.MurchOna.com
suman_ahm@yahoo.com

www.MurchOna.com

দেখতে পাচ্ছি। আমাদের ক্লায়েন্ট লিখে গেছেন ছেলেবেলায় কাচের চুড়ি ভেঙে ওই হাতে ঢুকে গিয়েছিল। ওটা কি সেই দাগ ?

ভদ্রলোক বলামাত্র প্রতিমা তার ডান হাত আঁচলের নিচে নিয়ে গেল।

এবার অরুণপ্রকাশ উঠে এলো, কী আশ্চর্য! আপনি কি জোর করে আমার স্ত্রীকে মিত্র করবেন ? এটা কি ধরনের রসিকতা ?

ভদ্রলোক অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করেন, ইনি আপনার স্ত্রী ?

অদ্ভুত ব্যাপার তো। দেখুন, আমরা এখন প্রচণ্ড সমস্যার মধ্যে আছি। আপনার উদ্দেশ্য কী জানি না। কিন্তু আমরা আর বিরক্ত হতে চাই না। অরুণপ্রকাশ বলল।

ভদ্রলোক একটু ভাবলেন। তারপর বললেন, আমি খুবই দুঃখিত। আমি আমার কর্তব্য করতে এখানে এসেছি। আমাদের ক্লায়েন্ট সুশোভন মিত্র কিছুদিন আগে প্লেন দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছেন। তার ডিক্লারেশন অনুযায়ী আমরা জেনেছি যে তাঁর স্ত্রী প্রতিমা মিত্র এই বাড়িতে থাকেন। অথচ ইনি এবং আপনি এঁকে মিসেস প্রতিমা দত্ত বলে দাবি করছেন। যদিও এঁর অতীতের সঙ্গে মিসেস প্রতিমা মিত্রের অতীতের কোনো পার্থক্য নেই। এরকম একটা ধন্দের কথা অবশ্য আমাদের ক্লায়েন্ট জানিয়ে গিয়েছেন। সে ব্যাপারে না এগিয়ে আমি আমাদের অফিসের নির্দেশ অনুযায়ী আপনাকে এই খাম দিয়ে যাচ্ছি প্রতিমা দেবী। আপনি যদি নিজেকে প্রতিমা মিত্র বলে দাবি করেন তাহলে আগামীকাল সকাল এগারটায় আমাদের অফিসে চলে আসবেন। খামের ওপর ঠিকানা লেখা আছে। আচ্ছা নমস্কার। ভদ্রলোক প্রতিমার হাতে একটা খাম দিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলেন।

অরুণপ্রকাশ বলল, কী আছে খামে ? ঊর্মি, পড় তো।

ঊর্মি এগিয়ে এসে খামটা নিয়ে ভেতর থেকে একটা কাগজ বের করল। চোখ না বুলিয়ে সে পড়তে লাগল। আমি সুশোভন মিত্র, সজ্ঞানে এবং স্বাধীনভাবে ঘোষণা করছি যে আমার যদি দুর্ঘটনা অথবা অসুখে মৃত্যু হয় তাহলে আমার যাবতীয় স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি, যার মূল্য এখন তিরিশ লক্ষ টাকা, আমার স্ত্রী শ্রীযুক্তা প্রতিমা মিত্রকে তার উত্তরাধিকারিণী হিসেবে ঘোষণা করছি। শ্রীযুক্তা প্রতিমার ঠিকানা, পূর্ববৃত্তান্ত—। পড়তে পড়তে চিৎকার করে উঠল ঊর্মি, মা! তোমার আগে বিয়ে হয়েছিল ?

অরুণপ্রকাশ ভাঙা গলায় বলল, প্র-তি-মা!

প্রতিমা পাগলের মতো মাথা নেড়ে কেঁদে ওঠে, আমি জানি না— বিশ্বাস কর।

www.MurchOna.com

ঠিক সাড়ে এগারটার সময় দেখা গেল বাইরের ঘরের ইজিচেয়ারে সত্যপ্রকাশ কাটা কলাগাছের মতো পড়ে আছেন। ঘরে কেউ নেই। বাইরের দরজা ভেজানো ছিল, কাঞ্চন ঢুকল শব্দ করে। সত্যপ্রকাশকে দেখে বলল, দাদু!

কাঞ্চনের হাতে চুরুট, মুখে হাসি। সে দ্বিতীয়বার ডাকল, দাদু।

সত্যপ্রকাশ সামান্য নড়লেন।

কাঞ্চন বলল, দুরকম চুরুট এনেছি দাদু। বার্মা এন্ড হ্যাভানা। কী ব্যাপার দাদু! ওরকম মুখ করে আছ কেন? বুঝতে পেরেছি সবাইকে ছেড়ে যেতে হচ্ছে বলে মন খারাপ হয়েছে? আমারও হতো। মা মরে যাওয়ার পর দু'বছর হোটেলে থাকতে হয়েছিল। ছুটির পর হোস্টেলে যাওয়ার সময় এরকম মন খারাপ হতো। কিন্তু বারোটা বাজতে তো আধঘন্টা দেরি, আমি ছুটতে ছুটতে আসছি। দাদু, আমি বুঝতে পারছি, আপনার খুব খারাপ লাগছে। সুস্থ অবস্থায় পৃথিবী থেকে চলে যেতে কারই বা ভালো লাগে! কিন্তু এমন মৌনী হয়ে চলে যাবেন না। যাওয়ার আগে একটু উপদেশ দিয়ে যান। কাঞ্চনের কথা শেষ হওয়া মাত্র সত্যপ্রকাশ ডুকরে কেঁদে উঠলেন। কাঞ্চন এগিয়ে গিয়ে তাঁর হাত জড়িয়ে ধরল। আপনি কাঁদবেন না দাদু। আমি সব ব্যবস্থা করব। আপনি যা যা চান তার সব হবে, ভালো আতর, কাচের গাড়ি, দামি লাল ফুল—।

সত্যপ্রকাশ এবার কান্না জড়ান গলায় বললেন, আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল রে ভাই।

না দাদু যাবে না। হুমায়ূন গেল তো আকবর এলো। আকবর গেল তো জাহাঙ্গীর এলো। জাহাঙ্গীর গেল তো সাজাহান এলো কিছুই যাবে না। কাঞ্চন বলল।

না না। এ যে শ্মশান। মরুভূমি। সত্যপ্রকাশ বলল, এখানে আর কখনো ফুল ফুটবে না।

অবাক হলো কাঞ্চন, শ্মশান? আপনার কথা আমি বুঝতে পারছি না দাদু। কী হয়েছে?

www.MurchOna.com

যা হয়েছে তা তোমাকে বলা যাবে না ভাই।

ও।

সত্যপ্রকাশ বললেন, এ আমাদের পারিবারিক ব্যাপার। এই পরিবারে এমন একটা লজ্জাজনক ঘটনা ঘটে গিয়েছে যা বাইরের লোককে বলা যাবে না। উঃ এ আমি কল্পনা করি নি ভাই!

কাঞ্চন গলা নামাল, দাদু উর্মিলা কি কিছু করেছে?

মাথা নাড়লেন সত্যপ্রকাশ, না। তার এখন ডানা মেলার বয়স। হয়তো করবে, ভবিষ্যতে করবে তবে তা দেখবার জন্যে আমি তো থাকব না।

কাঞ্চন বলল, ছেড়ে দিন দাদু। নিন, চুরুট ধরান। বারোটা বাজতে আর বেশি দেরি নেই। যাওয়ার আগে আপনার প্রিয় চুরুটে শেষ কটা টান দিয়ে গেলে আপনার আত্মা শান্তি পাবে। অনেক খুঁজে এগুলো পেয়েছি দাদু।

সত্যপ্রকাশের গলায় বিরক্তি ফুটে উঠল। তুমি আমার সাথে রসিকতা করছ কাঞ্চন? এই সময়?

কাঞ্চন বলল, আপনার এখন কী সময় তা জানি না। শুধু জানি আর কিছুক্ষণ পরেই— । বুঝতে পারছি এমন কোনো ঘটনা ঘটেছে যা আপনাকে কষ্ট দিচ্ছে। হ্যাঁ, আমি বাইরের লোক, আপনাদের পারিবারিক ব্যাপার জানার অধিকার আমার নেই। ঠিক আছে, চলি।

কাঞ্চন গম্ভীর মুখে চলে যাচ্ছিল। সত্যপ্রকাশ তাকে ডাকলেন, কাঞ্চন! দাঁড়াও! এতক্ষণ আমার দম বন্ধ হয়ে আসছিল। এ বাড়ির কেউ কারো সঙ্গে কথা বলতে পারছে না। তুমি আমায় তবু—! একটু আমার কাছে বসে যাও প্লিজ।

কাঞ্চন ঘুরে দাঁড়াল, দাদু, আপনি বলতেন আমি নাকি আপনার খোলা জানলা। এতটা আপন যাকে ভেবেছেন তাকে একটু বিশ্বাস করে দেখুন না।

মাথা নাড়লেন সত্যপ্রকাশ, বিশ্বাস! পৃথিবীতে আর কাউকে বিশ্বাস করতে পারব না আমি, ওই শব্দটাকে একেবারে খুন করে ফেলেছে বউমা।

চমকে উঠল কাঞ্চন, কাকিমা? কাকিমার কী হয়েছে?

তার কিছু হয় নি। আমাদের হয়েছে। আমাদের গর্ব, অহঙ্কার সব ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে সে। আমি খোকার মুখের দিকে তাকাতে পারছি না, নাতিনটা সেই যে ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করেছে আর বের হয় নি। ছি ছি ছি। কান্না চাপলেন সত্যপ্রকাশ।

কাঞ্চন প্রতিবাদ করলেন, কোথাও নিশ্চিয়ই ভুল হচ্ছে। আপনারা দুঃখ পেতে পারেন এমন কাজ কাকিমা কখনোই করতে পারেন না।

www.MurchOna.com

সত্যপ্রকাশ কিছু বলার আগেই ঊর্মি ঘরে ঢুকল। তার দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, কাঞ্চন তোমার ধারণা মিথ্যে হয়ে যাবে যদি ওকে জিজ্ঞাসা কর।

কাঞ্চন ঊর্মিকে জিজ্ঞাসা করল, কী হয়েছে ঊর্মি ?

কী আর হবে! যা হওয়ার তাই হয়েছে। ঊর্মি তাকায়, তুমি আমাকে একটা সাহায্য করবে ? আমি আর এই বাড়িতে থাকব না!

কাঞ্চন অবাক, আরে! বাড়ি কী দোষ করল ?

না, বাড়ির দোষ নেই, দোষ আমার কপালের। ভেঙে পড়া গলা ঊর্মির।

কাঞ্চন বুঝতে না পেরে জিজ্ঞাসা করতে গেল, কাকিমা— ।

সঙ্গে সঙ্গে তাকে থামিয়ে দিল ঊর্মি। তুমি যাকে কাকিমা বলছ তিনি এ বাড়ির কেউ না।

রেগে গেল কাঞ্চন, কী যা তা বলছিস! তোর মাথা ঠিক আছে তো ?

ঊর্মির হাতে যে সলিসিটারের দেওয়া খামটা ছিল তা লক্ষ করে নি কাঞ্চন। ঊর্মি সেটা এগিয়ে ধরল, এটা পড়লেই সব জানতে পারবে।

সত্যপ্রকাশ উঠে দাঁড়ালেন, পড়ে দ্যাখ। মৃত্যুবাণ! দত্ত পরিবারকে ধ্বংস করতে এসেছে ওই মৃত্যুবাণ। তুমি তো আমাদের আপনজন। আমরা যে কষ্ট পাচ্ছি তা তোমারও পাওয়া উচিত। পড় চিঠিটা। আমি আমার ঘরে যাই।

সত্যপ্রকাশ ভেতরে চলে গেলে খাম থেকে কাগজটা বের করল কাঞ্চন। ঊর্মি ধীরে ধীরে চেয়ারে বসে বলল, নিজেকে কী ভীষণ নিঃস্ব বলে মনে হচ্ছে এখন! এতদিন ধরে যাকে মা বলে জানতাম—। উঃ কাঞ্চন, আমাকে যেমন করে হোক কিছু টাকা ম্যানেজ করে দাও।

পড়া হয়ে হয়ে গিয়েছিল কাঞ্চনের। মুখ তুলে জিজ্ঞাসা করল, কাকিমা কোথায় ?

নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করে বসে আছে।

কিন্তু ঊর্মি, এই ডিক্লারেশন যে কাকিমার উদ্দেশ্যে তার কোনো প্রমাণ আছে?

ঊর্মি অবাক হয়ে তাকিয়ে চিৎকার করল, আমার বাবাকে বিয়ে করার আগে উনি ঘোষ থেকে মিত্র হয়েছিলেন। প্রতিমা মিত্র!

কাঞ্চন শান্ত স্বরে জিজ্ঞাসা করল, কাকিমা কি স্বীকার করেছেন তিনিই প্রতিমা মিত্র ?

ঊর্মি কিছুক্ষণ মুখে হাত দিয়ে বসে রইল। তারপর বলল, সলিসিটারের অফিস থেকে যে ভদ্রলোক এসেছিলেন তিনি আমাদের সামনেই মাকে জিজ্ঞেস করেন। ওই প্রতিমা মিত্রের ইতিহাসের সঙ্গে মায়ের অতীতের কোনো পার্থক্য

www.MurchOna.com

নেই।

কাকিমাকে তোরা একবারও জিজ্ঞাসা করেছিস?

কষ্টের হাসি হাসল ঊর্মি। দুপুরের রোদে দাঁড়িয়ে সূর্য আছে কি না প্রশ্ন করতে হয় না।

মাথা নাড়ল কাঞ্চন। দোল পূর্ণিমার মাঝরাতে চাঁদের আলো দেখে আমাদের হঠাৎ রোদের কথা মনে আসে। তোদের সেই ভুল হচ্ছে না তো?

ঊর্মি ঘুরে বসল, কী বলতে চাইছ তুমি?

কাঞ্চন বোঝাবার ভঙ্গিতে বলল, তোদের উচিত কাকিমার সঙ্গে কথা বলা। ওর সমস্যাটা বোঝার চেষ্টা করা।

বলে কোনো লাভ হবে না। একই কথা শুনতে হবে, আমি জানি না, কিছু জানি না।

ঊর্মি নিজের মা সম্পর্কে এতটা নিষ্ঠুর হওয়া উচিত কি?

ঊর্মি কেঁদে ফেলল! আমি আর ওকে নিজের মা বলে ভাবতে পারছি না।

সেকী? চমকে উঠল কাঞ্চন।

ঊর্মি বলল, কুমারী প্রতিমা ঘোষের বিয়ে হয়েছিল শ্রী সুশোভন মিত্রের সঙ্গে। সেই বিয়ের জন্যে উনি হয়েছিলেন শ্রীযুক্তা প্রতিমা মিত্র। সুশোভন মিত্র বেঁচে থাকতেই তাঁকে ডিভোর্স না করে উনি বিয়ে করলেন অরুণপ্রকাশ দত্তকে। এই বিয়ে নিশ্চয়ই আইন মেনে নিতে পারে না। তাই ওই বেআইনি বিয়ের পরে যে সন্তান পৃথিবীতে এসেছে তার পরিচয় কী হবে? বলো? উত্তর দাও! বলতে বলতে ডুকরে কেঁদে উঠল ঊর্মি। ঠিক তখন অরুণপ্রকাশ ঘরে এলো। তাকে দেখে ছুটে বেরিয়ে গেল ঊর্মি। মেয়ের চলে যাওয়া দেখে অরুণপ্রকাশ বলল, তুমি তাহলে সব জেনে গিয়েছ?

শুনলাম। কাঞ্চন বলল, কিন্তু কাকাবাবু, আপনাদের কোথাও ভুল হচ্ছে।

মাথা নাড়ল অরুণপ্রকাশ, না না ভুল আমাদের কারো হয় নি, ওই মহিলারও হয় নি। যাক গে, তুমি কি এ বাড়িতে এসে বাবার সঙ্গে দেখা করেছ?

হ্যাঁ। উনি খুব আপসেট হয়ে পড়েছেন।

হওয়াটা কি স্বাভাবিক নয়? যাক গে, আমি ওই মহিলার সঙ্গে কথা বলতে চাই। তুমি বাবার ঘরে যাও, যাওয়ার সময় ওকে যদি একটু এখানে আসতে বলো তাহলে ভালো হয়। অরুণপ্রকাশ ক্লান্ত গলায় বলল।

কাঞ্চন বলল, কাকাবাবু—!

অরুণপ্রকাশ বিরক্ত হয়ে তাকাল। কাঞ্চন বলল, না। থাক। আমি ডেকে

www.MurchOna.com

দিচ্ছি। কাঞ্চন চলে গেল। অরুণপ্রকাশ দুহাতে মুখ আঁকড়ে ধরল। কিছুক্ষণ ভাঙা বৃক্ষের মতো বসে রইল সে। তারপর মুখ তুলতেই দেখতে পেল প্রতিমা কখন এসে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। তার চেহারা বিধ্বস্ত। মুখে কান্না এবং অনিদ্রার ছাপ স্পষ্ট।

অরুণপ্রকাশ কথা বলল, দ্যাখ, তোমার সঙ্গে কথা বলতে আমার ঘেন্না হচ্ছে। কিন্তু এমন ভয়ঙ্কর অপমান আমি মেনে নিতে পারছি না বলেই—। তুমি এভাবে আমাকে নিঃস্ব করে দিলে কেন ?

প্রতিমা উত্তর দেয় না। মুখ নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকে।

অরুণপ্রকাশ বলে, উত্তর দাও। অনেকদিন অনেক প্রশ্ন করেছি তোমায়, তুমি চুপ করে থেকেছ কিন্তু আজ তোমাকে জবাব দিতে হবে।

প্রতিমা ধরা গলায় বলল, কোনো জবাব আমার জানা নেই।

নেই ? চিৎকার করল অরুণপ্রকাশ।

না। নেই।

কেন তুমি সুশোভন মিত্রকে বিয়ে করেও তার কথা লুকিয়ে আমাকে বিয়ে করেছিলে ?

প্রতিমা নিচু গলায় বলল, আমি কাউকে বিয়ে করে কারো কাছে লুকাই নি!

অরুণপ্রকাশ উঠে দাঁড়াল। মিথ্যা কথা। আমাকে বিয়ে করার আগে তুমি সুশোভন মিত্রকে বিয়ে কর নি ?

প্রতিমা মাথা নেড়ে না বলে।

চমৎকার এখনো তুমি মিথ্যে চালিয়ে যাচ্ছ ? অন্য যে-কোনো পুরুষ হলে এই অবস্থায় তোমাকে—। শেষ মুহূর্তে কথাটা উচ্চারণ করল না অরুণপ্রকাশ।

প্রতিমা মুখ তুলল, আমাকে মারত, মেরে ফেলত! তাই তো ?

অসহায়ের মতো শরীর মোচড়ালেন অরুণপ্রকাশ, প্রতিমা, ওই সুশোভন মিত্র এত বছর পরে তার যাবতীয় সম্পত্তি তোমার নামে উইল করে গেল কেন ? কেউ বিশ্বাস করবে ? আমাকে তুমি কতটা নির্বোধ বলে মনে কর ?

তুমি যদি নিজেকে নির্বোধ মনে কর তাহলে আমার কী করার আছে জানি না। পাথরের মতো মুখ করে বলল প্রতিমা। অরুণপ্রকাশের প্রচণ্ড রাগ হচ্ছিল। কোনো মতে নিজেকে সামলে প্রতিমার কাছে এসে বলল, আঠাশ বছর আগে ফুলশয্যার রাতে আমি ঠাট্টা করে জিজ্ঞাসা করেছিলাম তোমার কোনো প্রেমিক আছে কি না! তুমি বলেছিলে তোমাদের বাড়িতে ওই স্বাধীনতা কোনো মেয়ে পায় নি। মনে আছে ?

www.MurchOna.com

হ্যাঁ, মনে আছে।

সেদিন মিথ্যে কথা বলেছিলে তুমি। দাঁতে দাঁত চাপল অরুণপ্রকাশ, অন্য একটা লোককে বিয়ে করে আমার কাছে সতী সেজেছিলে। আমি জানি না তোমার বাবা-মা ওই তথ্য জানত কি না। ওঁদের সম্পর্কে কোনো কথা আমি তোমার কাছে শুনতে চাই না। কঠিন গলায় বলল প্রতিমা।

কেন নয়? বিয়ে তো ওঁরাই দিয়েছিলেন।

বেশ। মেনে নিলাম। আর কিছু?

অরুণপ্রকাশ জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিল, তারপর এই আঠাশ বছর ধরে আমার স্ত্রীর ভূমিকায় অভিনয় করে গেছ তুমি। আমার

সন্তানের মা হয়েছ অথচ তার কোনো নিগ্যান অধিকার তোমার নেই। উঃ, আমি তোমার কাছে কোনো উত্তাপ কখনো পাই নি। বাড়ির বাইরে যেতে চাইতে না, কোথাও বেড়াতে যাওয়ার কথা উঠলে তুমি এড়িয়ে যেতে। আমি ভেবেছি তুমি একটি শীতল মহিলা। কিন্তু ঘুণাক্ষরেও ভাবি নি যে এসব করেছ নিজের প্রয়োজনে। একজনের স্ত্রী হয়ে আর একজনকে যে মন থেকে নেওয়া যায় না এবং সেই কারণে যে তুমি শীতল, এই সত্য বুঝতে পারি নি।

প্রতিমা কোনোমতে বলল, আর কিছু বলার আছে?

মাথা নাড়ল অরুণপ্রকাশ, হ্যাঁ, আছে। এ বাড়িতে তোমার আর থাকা চলবে না।

অবাক হয়ে মুখ তুলল প্রতিমা, আমি কোথায় যাব?

যে চুলোয় ইচ্ছে। আমি তোমাকে সহ্য করতে পারছি না প্রতিমা, তুমি এই বাড়ি থেকে চলে যাও। অরুণপ্রকাশ ছিটকে সরে গেল।

কিন্তু আমার যে কয়েকটা কথা জানার আছে। প্রতিমা বলল।

হাত নাড়ল অরুণপ্রকাশ, না। তোমার কোনো জানার অধিকার নেই।

জোর দিয়ে বলল প্রতিমা— আছে।

তাই নাকি? ব্যঙ্গ করল অরুণপ্রকাশ।

প্রতিমা ম্লান হাসল, মাইনে দিয়ে রাখা কাজের লোককে কাজ থেকে ছাড়িয়ে দেবার সময় সে যদি প্রশ্ন করে তাহলে তার উত্তর মনিবকে দিতে হয় যখন তখন আটাশ বছর ধরে এ বাড়ির বিনেমাইনের ঝি হিসেবে আমি তোমাকে কয়েকটা প্রশ্ন করতে পারি। এই আটাশ বছরে তোমাদের কোনো সেবা করতে আমি ত্রুটি করেছি কি?

একটু সময় নিয়ে অরুণপ্রকাশ মাথা নেড়ে না বলল। তারপর বলল, কর নি কিন্তু তার মানে এই নয়—

www.MurchOna.com

দাঁড়াও ; প্রতিমা বাধা দিল। এখন প্রশ্ন করব আমি। তুমি উত্তর দেবে। ফুলশয্যার রাত্রের কথা তোমার তো মনে আছে। নিজের আচরণের জন্যে সেরাতে তুমি লজ্জিত হও নি, বারবার ক্ষমা চাও নি আমার কাছে ?

আমি ভদ্রশিক্ষিত বলেই ক্ষমা চেয়েছিলাম।

প্রতিমা বলল, তুমি একটি সম্পূর্ণ কুমারী মেয়েকে স্ত্রী হিসেবে পেয়েছিলে। তাই তো ? এসব কথা বলতে আমার খারাপ লাগছে কিন্তু আজ যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে তাতে না বলে উপায় নেই।

চোরের মায়ের বড় গলা মানায় না প্রতিমা। অরুণপ্রকাশ বলল।

প্রতিমা তাকাল, তোমার মেয়েকে চোর বলে ভাবতে এখনো আমি পারি না। যখন কথা বলবে তখন একটু ভেবে বলা উচিত। আচ্ছা, গত আটাশ বছর ধরে আমি এবাড়ির ঝিগিরি করলাম কোন আনন্দে, কোন শান্তির আশায় যখন সুশোভন মিত্র নামের একটা লোক আমার প্রথম স্বামী হয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা নিয়ে বসে আছেন। বলো, জবাব দাও ? কথা বলো!

অরুণপ্রকাশ বলল, নিশ্চয়ই কোনো কারণ ছিল যা আমি জানি না।

আমার শেষ প্রশ্ন, আমি যদি সুশোভন মিত্রকে বিয়ে করেই থাকি তাহলে এই আটাশ বছর তিনি চুপচাপ বসে থাকলেন কেন ? কেন থানায় গিয়ে ডায়েরি করলেন না ? সেটা করলে তুমি বা আমি নিশ্চয়ই আইনের হাত বাঁচতে পারতাম না। কেন তিনি উদার হলেন ? তুমি হতে ? পৃথিবীর কোনো পুরুষ এই উদারতা দেখাত ?

ইতিমধ্যে ভেতরের দরজায় সত্যপ্রকাশ যে এসে দাঁড়িয়েছ তা ওরা লক্ষ করে নি। সত্যপ্রকাশ বললেন, উদারতা শব্দটা তোমার মুখে মানায় না বউমা।

প্রতিমা দ্রুত শ্বশুরের দিকে এগিয়ে গিয়ে বলল, বাবা!

সত্যপ্রকাশ তাকালেন, সত্যি করে বলো তো, তুমি আমাদের ঠকালে কেন?

যার উত্তর আমার জানা নেই তা আপনাকে কী করে বলব?

অরুণপ্রকাশ বলল, বাবা, ওর সঙ্গে কথা বলার আর দরকার নেই। অমি ওকে এ বাড়ি থেকে চলে যেতে বলেছি। চব্বিশ ঘন্টার মধ্যেই।

প্রতিমা শ্বশুরকে জিজ্ঞাসা করল, আমি চলে গেলে আপনাদের সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে ?

অরুণপ্রকাশ বলল, না হবে না। তুমি যে ক্ষতি করে গেলে তার আগুন সারাজীবন জ্বলবে কিন্তু তোমাকে তো চোখের সামনে দেখতে হবে না, সেটুকুই স্বস্তি।

অরুণপ্রকাশ বলে, শোন ঊর্মি, তোমার গর্ভধারিণী এ বাড়ি থেকে চলে যাচ্ছে।

www.MurchOna.com

উর্মি অন্যদিকে মুখ ঘোরাল, তাতে আমার কিছু এসে যায় না।

প্রতিমা অবাক হয়ে বলল, চমৎকার।

উর্মি তার দিকে তাকাল, ব্যঙ্গ করছ আমাকে ? আজ যখন সব জানাজানি হয়ে গেল তখন আমার পরিচয় কী ? কী দরকার ছিল তোমার আর একটা প্রাণের জন্ম দেওয়ার যার কপালে শুধু বেজন্মা শব্দটা লেখা থাকবে! বলো, জবাব দাও।

বে-জন্মা। বিড়বিড় করল প্রতিমা।

চিৎকার করল উর্মি, ওই জঘন্য শব্দটা ছাড়া আমার কোনো পরিচয় নেই।

তাই ? প্রতিমা এগিয়ে গেল, আজ এত বছর ধরে তোর গায়ে যাতে একটুও আঁচ না লাগে তার চেষ্টা করে গেছি আমি। তার কোনো দাম নেই ? তোর অসুখ হলে রাতের পর রাত না ঘুমিয়ে সেবা করেছি, তার কোনো মূল্য নেই ?

একশ মাটির পুতুলে প্রাণ সঞ্চার করলেও একটা মানুষকে খুন করার অপরাধ মার্জনা পায় না। তুমি যা করেছ সেই কাজটা করার লোক পয়সা দিলেও পাওয়া যায়। জন্মমাত্র মাতৃহারা সন্তানও তো বড় হয়। উর্মি বলল।

কিছুক্ষণ মেয়ের দিকে তাকিয়ে থেকে প্রতিমা বলল, আমার আর কিছু বলার নেই। বেশ, আমি চলে যাচ্ছি। আমাকে চব্বিশ ঘণ্টা সময় দেওয়া হয়েছে, তার মধ্যেই আমি চলে যাব, তোমাদের আর যন্ত্রণা দেব না।

কথাগুলো বলে ভেতরে চলে যায় প্রতিমা। তার যাওয়া দেখতে দেখতে অরুণপ্রকাশ বলল, আমি ভেবে পাচ্ছি না, আত্মীয়স্বজনদের কীভাবে মুখ দেখাব! সবাই তো জানতে পারবে। এসব তো লুকিয়ে রাখা যাবে না।

সত্যপ্রকাশ বললেন, এতে তো আমাদের কোনো দোষ নেই খোকা। যা সত্যি তা তুমি কতদিন চাপা দিয়ে রাখবে ? জানলে জানবে।

অরুণপ্রকাশ বলল, এরপর আমরা উর্মির বিয়ে দেব কীভাবে ?

উর্মি চিৎকার করল, আমার বিয়ে নিয়ে কাউকে ভাবতে হবে না।

এই সময় কাঞ্চন ঢোকে ঘরে। ঢুকে বলে, কাকাবাবু!

অরুণপ্রকাশ তাকাল, বলো।

আমি সমস্ত কাগজপত্র পড়লাম। পড়ার পর আমার মনে কয়েকটা প্রশ্ন জেগেছে। কাঞ্চন বলল।

যেমন ? অরুণপ্রকাশের কপালে ভাঁজ পড়ল।

এই সুশোভন মিত্র এতদিন কোথায় ছিলেন ? তাঁর আত্মীয়স্বজন বলতে কে কে আছেন ? তিনি তো স্বয়ম্ভু হতে পারেন না। কাঞ্চন তাকাল।

www.MurchOna.com

অরুণপ্রকাশ চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, কাঞ্চন, যে লোকটা এই সর্বনাশের জন্যে দায়ী তার ঠিকুজি জেনে আমার কোনো লাভ নেই।

বেশ নাই বা জানলাম। কাঞ্চন তাকাল সত্যপ্রকাশের দিকে, দাদু। আপনি যখন কাকিমার বাপের বাড়িতে বিয়ের কথা বলতে যান তখন ওর বয়স কত ছিল ?

কত হবে! ফার্স্ট ইয়ারে পড়ত। ধরো সতের কি আঠার।

খুব চালাক চতুর, স্মার্ট ছিলেন কি?

সত্যপ্রকাশ মাথা নাড়লেন, না না। খুব শান্ত, একেবারে পুতুলের মতো। লক্ষ্মীময়ী। তাই তো আমার খুব পছন্দ হয়েছিল। তাই তো কোনো দাবিদাওয়ার মধ্যে আমি যাই নি।

বাহ্। কাঞ্চন বলল, আচ্ছা বিয়ের পর কাকিমা কি ঘনঘন বাপের বাড়িতে যেতেন? গেলে মাসে কী রকম সময় সেখানে থাকতেন ?

প্রশ্নই উঠত না। যেতে ইচ্ছে করলেও যেতে পারত না। তোমার ওই দিদিমা ওই যাওয়াযায়ি পছন্দ করতেন না। সত্যপ্রকাশ মনে করে বললেন।

আপনার সঙ্গে কী রকম ব্যবহার করতেন ?

সত্যপ্রকাশ হাসল, খুব ভালো। মুখ থেকে কথা খসার আগেই বুঝে নিতে পারত। আসলে ওর হাতের রান্না অনেকটা আমার মায়ের মতো। আমি যা যা খেতে ভালোবাসি— ।

বাধা দিল অরুণপ্রকাশ, এসব বাজে কথা এখন উঠছে কেন ?

কাঞ্চন বলল, আসলে আমি জানতে চাইছিলাম এই আটাশ বছরে দাদু ওঁর ব্যাপারে সন্দেহজনক কিছু দেখেছিলেন কিনা— ।

সত্যপ্রকাশ ঘনঘন মাথা দোলালেন। না, ধর্মত বলছি, আমি দেখি নি।

কাঞ্চন অরুণপ্রকাশের কাছে গেল, আচ্ছা কাকাবাবু, আপনি আমার প্রশ্ন শুনে কিছু মনে করবেন না। আপনি কি কাকিমাকে নিয়ে দূরে বেড়াতে যেতেন ?

অরুণপ্রকাশ বলল, আমরা মাঝে মাঝেই পুরীতে যেতাম।

আমরা মানে ?

বাড়ির সবাই মিলে। তখন তাই রেওয়াজ ছিল।

দু'জনে যান নি ?

সংসার শুধু দুজনের জন্যে নয় কাঞ্চন ।

হাসল কাঞ্চন, মাঝে মাঝে মানে ক'বার ?

সত্যপ্রকাশ কর গুনে বললেন, চারবার।

www.MurchOna.com

আটাশ বছরে চারবার। কাঞ্চন চোখ বন্ধ করল। সিনেমা থিয়েটার ?

অরুণপ্রকাশ মাথা নাড়ল, না। কোথাও যেতে বললেও যেতেন না ?

সে কী ? কেন ?

কেন তা তখন বুঝি নি।

কাঞ্চন সরাসরি জিজ্ঞাসা করল। এই আটাশ বছরে আপনি কি ওকে সন্দেহ করেছেন কখনো ?

মাথা নাড়ল অরুণপ্রকাশ, না। সে কারণে নিজেকে এখন খুব বোকা লাগছে।

ওঁর কোনো চিঠিপত্র আসত না ?

অরুণপ্রকাশ বলল, এলেও জানতে পারতাম না। দিনের বেলায় তো বাড়িতে থাকতাম না। যে লোকটা এ বাড়ির ঠিকানা জানে সে কি চিঠি লিখত না ?

কাঞ্চন হেসে ফেলল, এটা অনুমান মাত্র। প্রমাণ নেই।

রেগে গেল অরুণপ্রকাশ। কী বলতে চাও ?

কাঞ্চন এবার গম্ভীর হলো, আমার মনে হচ্ছে সুশোভন মিত্র সম্পর্ক আরো তথ্য পাওয়া দরকার।

ঊর্মি এবার বলল, জেনে কী লাভ ?

কাঞ্চন বলল, লোকটা এত্ত বড় দান কেন করল ?

দান ? ঊর্মির মুখ থেকে বেরিয়ে এলো।

নিজের স্ত্রী অন্যের বাড়িতে বউ হয়ে আছে জেনেও লোকটা কোনো সমস্যা তৈরি করে নি উল্টো তার নামেই সব লিখে গেছে। এমন ঘটনার কথা শোনা যায় ?

ঊর্মি গম্ভীর হলো, লোকটা প্রতিশোধ নিয়েছে।

কাঞ্চন অবাক, প্রতিশোধ ?

আমাদের সংসার ভেঙে তছনছ করে দিয়েছে এইভাবে। ঊর্মি বলল।

কাঞ্চন বলল, ঊর্মি, সত্যি তোর মনে হচ্ছে একথা?

ঊর্মি ব্যঙ্গ করল, আমার জায়গায় দাঁড়ালে তুমি বুঝতে পারতে।

কাকিমার সব স্নেহ ভালোবাসা আজ মিথ্যে হয়ে গেল তোর কাছে?

মিথ্যার সিংহাসন যদি হীরের হয় তবু সেটা মিথ্যের।

তাহলে তুই আর ওঁকে মা বলে ডাকতে পারবি না ?

না।

কাঞ্চন একটু ভাবল। তারপর গলা তুলে বলল, আমি বুঝতে পারছি

www.MurchOna.com

আপনারা সবাই মনের দিক থেকে বিপর্যস্ত। কিন্তু এখানে দুটো সত্যি আছে। এক, আটাশ বছরেরও আগে কাকিমার সেই তথাকথিত বিয়ে যার কোনো প্রমাণ নেই এই চিঠি ছাড়া। দুই, আটাশ বছর ধরে আপনাদের ভালোবেসে, সেবা করে এই সংসারের একজন হয়ে থাকা একটি মানুষ এই দুটার মধ্যে কোনটা বেশি সত্যি ? আপনারা চোখের সামনে যা দেখেছেন তা বেশি সত্যি না কি যা শুনেছেন, দ্যাখেন নি, তাকে আঁকড়ে ধরবেন ? সিদ্ধান্তটা আপনারাই নেবেন।

সত্যপ্রকাশ বললেন, কী বলতে চাও ? আমাদের ভুল হচ্ছে ?

কাঞ্চন বলল, একটা বিদেশী গল্প মনে পড়ল। বড় লোকের অসুস্থ মেয়ের জন্য আয়া রাখা হয়েছিল। সেই আয়া কয়েক বছর ধরে সেবা করেছিল আন্তরিকভাবে। একদিন পুলিশ এসে আয়াটিকে গ্রেপ্তার করে। সে নাকি কুখ্যাত খুনি, আয়ার ছদ্মবেশে ছিল। শুনে অসুস্থ মেয়েটি বলেছিল, এত বছর যার আঙুলে স্নেহের স্পর্শ পেয়েছে তাকে সে কিছুতেই খুনি বলে ভাবতে পারবে না। বোধহয় এটাই সত্যি। আপনারা ভেবে দেখুন।

সত্যপ্রকাশ বললেন, এ তো সেরকম হয়ে গেল। মানুষকে বিচার করতে হবে তার কাজের মধ্যে দিয়ে, জন্ম দিয়ে নয়।

অরুণপ্রকাশ বলল, আশ্চর্য। সতের বছর বয়সে তো কারো জন্ম হতে পারে না। ওই বয়সে সে একটি ছেলেকে বিয়ে করতে পেরেছিল।

কাঞ্চন বলে উঠল, বিয়েটা কীভাবে হয়েছিল ?

সত্যপ্রকাশের যেন খেয়াল হলো। ঠিক কথা। কীভাবে হয়েছিল ?

সেটা একমাত্র তিনিই বলতে পারবেন। অরুণপ্রকাশ বলল।

কাঞ্চন বলল, ভাবলেই বোঝা যায় যেভাবেই হোক মন্ত্র পড়ে হয় নি। হলে ব্যাপারটা লুকোনো থাকত না। ধরে নেওয়া যেতে পারে বিয়েটা গোপনে সই করে হয়েছিল। আর তা যদি হয় তাহলে সেই বিয়ে নির্দিষ্ট সময়ের পর বাতিল হয়ে যায়।

উর্মি জিজ্ঞাসা করল, কেন ?

কাঞ্চন বলল, স্বামী-স্ত্রী যদি কখনোই একসঙ্গে না থাকে তাহলে সই করা বিয়ে আইনসম্মত হয় না। আদালতে গেলেই অব্যাহতি পাওয়া যায়। কাকিমার ক্ষেত্রে স্পষ্ট ওভাবে বিয়ে হলেও ওরা কখনো একসঙ্গে থাকেন নি।

অরুণপ্রকাশ বলল, এসব অবান্তব কথা শুনে আমার কোনো লাভ নেই।

কাঞ্চন আপত্তি করল, না কাকাবাবু। যা বাস্তব তাই বলছি। আপনারা কেউ ওঁর আচরণ নিয়ে অভিযোগ করছেন না। উনি যদি এই বাড়ি থেকে চলে যান তাহলে ওঁর যেমন ক্ষতি আপনাদেরও তেমন কোনো লাভ হবে না।

www.MurchOna.com

সত্যপ্রকাশ বললেন, খুব যুক্তিপূর্ণ কথা। খোকা, তোমার মনে আছে ? সতের বছর বয়সে বন্ধুদের সঙ্গে পিকনিকে গিয়ে তুমি বিয়ার খেয়েছিলে। তোমার মুখে সেদিন গন্ধ পেয়ে আমার তোমার ওপর সব আশা-ভরসা চলে গিয়েছিল। বাড়ি থেকে বের করে দিতে চেয়েছিলাম তোমাকে। যদি সত্যি সত্যি দিতাম তাহলে আজ তোমার কী অবস্থা হতো ? আমিই বা কার সঙ্গে থাকতাম ?

বাহ্, দুটো এক রকম হলো ? অল্প বয়সের কৌতূহলে আমি একটু বিয়ার নিশ্চয়ই খেয়েছিলাম। কিন্তু জীবনে আর ওসব স্পর্শ করি নি। আর সে—।

বাকী জীবনে সেও তো কোনো অন্যায় আচরণ করে নি। ক্ষমা করতে শেখো খোকা, ক্ষমা করলে অনেক শান্তি পাওয়া যায়।

কাঞ্চন হাততালি দিল, দারুন কথা। তবে দাদু, যে- কোনো জিনিসের দুটো দিক আছে। মন্দের পাশাপাশি একটা ভালো ব্যাপার ঘটে গেছে এই বাড়িতে। অজান্তে।

সত্যপ্রকাশ অবাক হন। কী বলতে চাইছ?

কাঞ্চন ঘড়ি দেখায়, এখন ঠিক বারোটা বাজে। দাদু আপনি এখন সশরীরে আমাদের সঙ্গে আছেন।

সত্যপ্রকাশ বললেন, শোন হে। আমি যে ভাবি নি, ভুলে বসে আছি তা নয়। কিন্তু মনে হলো এমন বিপদের মধ্যে এদের ফেলে রেখে স্বার্থপরের মতো চলে যাব ? শেষ কর্তব্যটুকু না হয় করি। তাই আর আত্মহত্যা করতে পারি নি।

ভালোই করেছেন। আত্মহত্যা করলে নাকি নরকে যেতে হয়। খুব কষ্ট সেখানে। যাকগে। কিন্তু একটা সমস্যা তো থেকেই যাচ্ছে—। কাঞ্চন বলল।

কী সমস্যা ? সত্যপ্রকাশ বুঝতে পারেন না।

কাকিমা এখন কী করবেন ? কাঞ্চন জিজ্ঞাসা করল।

কেন তার তো কিছু করার নেই। খোকা যদি ক্ষমা করে দেয় তাহলে তো আর কোনো সমস্যা নেই। তিনি যেমন আছেন তেমন থাকবেন। সত্যপ্রকাশ যেন রায় দিলেন।

বাবা। অরুণপ্রকাশ ডাকল।

বলো খোকা। ছেলের দিকে তাকালেন সত্যপ্রকাশ।

আপনি একাই সব সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন। আমার পক্ষে মেনে নেওয়াটা সম্ভব নয়। কথাগুলো বলে অরুণপ্রকাশ বেরিয়ে গেল।

সেই যাওয়া দেখে কাঞ্চন বলল, তাহলে ?

ওটা মেনে নিতে ওর একটু সময় লাগবে। তা সমস্যার সমাধান হয়ে

www.MurchOna.com

গেলে তোমার তো কোনো চিন্তা থাকছে না। তাই তো ? সত্যপ্রকাশ বললেন,

কোথায় সমাধান হচ্ছে! সলিসিটারের লোক বলে গেছেন কাকিমাকে আগামীকাল ওদের অফিসে যেতে হবে। তাই না ? কাঞ্চন জিজ্ঞাসা করল।

ঊর্মি বলল, কিন্তু ওখানে যেতে হলে মাকে প্রতিমা মিত্র হয়ে যেতে হবে।

সত্যপ্রকাশ জোরে জোরে মাথা নাড়লেন, না। বউমা কোথাও যাবে না।

কাঞ্চন বলল, বাহ্। গুড। তবে উনি না গেলে ওরা নিশ্চয়ই খোঁজ করতে আসবে।

লেট দেম কাম। আসুক। সত্যপ্রকাশ বললেন।

তাহলে আমি এখন চলি দাদু। কাঞ্চন বলল।

আচ্ছা, মা যদি না যায় তাহলে ওই টাকাটার কী হবে ? ঊর্মি জিজ্ঞাসা করল।

কাঞ্চন বলল, আইন যা বলবে তাই হবে। হয়তো গভর্নমেন্ট নিয়ে নেবে। থ্যাক, তুই তাহলে আবার মা বললি!

ঊর্মি একটু লজ্জা পেয়ে বলল, তোমার কথায় যুক্তি ছিল বলেই—।

কোন যুক্তি ?

যে বিয়ে সম্পূর্ণ হয় নি তা বাতিল হয়ে যায় যদি স্বামী-স্ত্রী'র মধ্যে বিয়ের দিন থেকেই সম্পর্ক না থাকে। ঊর্মি বলল।

কাঞ্চন মাথা নাড়ল। তবে বাতিলের ব্যাপারটা আদালত থেকেই করাতে হয়।

ঊর্মি হাত নাড়ল, অত আইনের প্যাঁচ আমি জানি না।

সত্যপ্রকাশ ঘোষণা করলেন, বউমা এ বাড়ি থেকে কোথাও যাবে না।

ঊর্মি কথাটায় কান না দিয়ে বলল, আমি শুধু ভাবছি ভদ্রলোক জীবিত অবস্থায় কখনো ডিস্টার্ব করেন নি। মারা যাওয়ার পর অত টাকা মাকে দিয়ে গেলেন কেন? একে কী বলা যায়?

কাঞ্চন বলল, গিফট। গিফট করেছেন উনি।

সত্যপ্রকাশ অবাক হলেন, গিফট!

কাঞ্চন বলল, দাদু লোক মরে যাওয়ার আগে কোনো সেবা প্রতিষ্ঠানকে দান করে যায়। এটা তেমনই। ঊর্মি ধর, আমি তোকে পঁচিশ বছর পরে পঞ্চাশ লাখ টাকা দান করলাম। তুই সেটা একসেপ্ট করবি কি করবি না ?

এই সময় বাইরে থেকে গলা ভেসে এলো, ঊর্মিলা দত্ত আছেন ?

ঊর্মিলা অবাক হয়ে দরজার দিকে এগিয়ে যায়। কাঞ্চন বলে, দাদু আমি যাই ?

www.MurchOna.com

দাঁড়াও। বউমার সঙ্গে একবার দেখা করে যাবে না ? সত্যপ্রকাশ বললেন।

ঊর্মিলা লাফাতে লাফাতে ফিরে আসে। তাকে খুব উচ্ছ্বসিত দেখাচ্ছিল। দু'হাতে সে সত্যপ্রকাশকে জড়িয়ে ধরে, ও দাদু, আমার মিষ্টি সোনা দাদু!

সত্যপ্রকাশ নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা করেন, আরে ? কী হলো ? পুচ্ছ তুলে নৃত্য কেন ?

ঊর্মি খামটা দেখাল। ভার্জিনিয়া ইউনিভার্সিটি কনফার্ম করেছে। আর আমার কোনো চিন্তা নেই। দাদু, বলো, এসব আমি নিজের চেষ্টায় করেছি কিনা। কী আনন্দ হচ্ছে!

কাঞ্চন বলল, আমারও।

ঊর্মি থমকে গেল। তোমারও আনন্দ হচ্ছে ?

কাঞ্চন বলল, নিশ্চয়ই। ক'টা বাঙালি মেয়ে একা সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায় এটা পেয়েছে ?

ঊর্মি বলল, ধন্যবাদ।

কাঞ্চন হাসল, কাকিমাকে খবরটা দিয়ে আয়। মুখে লাল ছোপ লাগল ঊর্মির। আমার কেমন সংকোচ লাগছে।

সে কী ? সংকোচ কেন ?

আসলে তখন খবরটা শুনে মাথাটা কী রকম হয়ে গেল। কিছু না ভেবেই মনে যা এলো বলে ফেললাম। বেঁচে থাকলে আলাদা কথা ছিল। লোকটা যখন বেঁচে নেই তখন টাকাটা না নেওয়া মানে অনেকটা চোরের ওপর রাগ করে মাটিতে ভাত খাওয়া। তাই না ? ঊর্মি সমর্থনের আশায় দাদুর দিকে তাকাল।

সত্যপ্রকাশ বললেন, ওটা গিফট না। উইল।

অরুণপ্রকাশ ফিরে এলো ঘরে। তাকে দেখে ঊর্মি জবাব দিল, ওই একই হলো।

অরুণপ্রকাশ উত্তেজিত গলায় বলল, না, উইলে বলা আছে ভদ্রলোক তাঁর স্ত্রীকে ওই সম্পত্তি দিয়ে যাচ্ছেন।

ঊর্মি প্রতিবাদ করল, আশ্চর্য! কেউ যদি ভুল করে তার দায়িত্ব না নেবে ? পঁচিশ বছর বাদে কাঞ্চন মারা যাওয়ার আগে আমার নামে উইল করে যায় তাহলে আমার কী করার আছে ? ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা কর।

অরুণপ্রকাশ হতবাক। তারপর বলল, তুই কী বলছিস তা জানিস ?

ঊর্মি বলল, জানি। তোমরা তিলকে তাল করছ। মায়ের কোন ওয়েল উইশার মনে মনে কী ভেবেছিল তা এতদিন পরে জানতে চাওয়া বোকামি।

www.MurchOna.com

অরুণপ্রকাশ যেন নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিল না। মনে মনে ভেবেছিল একথা তোকে কে বলল ?

কারণ কোনো প্রমাণ নেই। বুঝলে ? ঊর্মি কাঁধ নাড়াল।

অরুণপ্রকাশ না বলে পারল না। আমি বুঝতে পারছি না। খবরটা শোনার পর তুই যেভাবে রিঅ্যাক্ট করেছিলি তাতে এখনকার কথাগুলো—।

পরিবর্তিত পরিস্থিতি কাকাবাবু। কাঞ্চন টুক করে বলে ফেলল।

বেশ তাই। ঊর্মি বলল, আমরা যদি ব্যাপারটাকে উপেক্ষা করতে পারি তাহলে তুমি কেন পারবে না ? তুমি মনটাকে একটু বড় কর বাবা।

অরুণ প্রকাশ বিড়বিড় করে বলে, আমি আর কত বড় হবো!

সত্যপ্রকাশ এবার কথা বললেন, দ্যাখ খোকা, মানুষের শরীর যত বড় হয় মনটাকে তত বড় করতে হয় । নইলে বেঁচে থাকা মানে শুধু কষ্ট পাওয়া

কাঞ্চন বলল, তাহলে ফাইনাল হয়ে গেল। কাকিমা কাল সলিসিটারের অফিসে যাবেন।

একটা সই, প্রতিমা মিত্র, ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে লাখ লাখ টাকার মালিক হয়ে যাবেন।

সত্যপ্রকাশ বললেন, খুব ভালো। আচ্ছা উইলে কি লেখা আছে বউমাকে কীভাবে টাকাটা খরচ করতে হবে ? কোনো নির্দেশ বা শর্ত ?

কাঞ্চন মাথা নাড়ে, না। আমি পড়েছি। কোনো শর্ত নেই। ওঁর যেমন ইচ্ছে তেমন খরচ করতে পারেন। সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে।

সত্যপ্রকাশ ঢোক গিললেন। তাহলে!

তাহলে ? কাঞ্চন জিজ্ঞাসা করল।

না, আমি বলছিলাম কি, বউমা তো আমাকে খুব শ্রদ্ধা করেন। যত্ন করেন। এই আটাশ বছর ধরে তাই দেখে আসছি। আমি মুখ ফুটে একটু বললে সেই কাজ না করে ওঁর শান্তি নেই। যে আশা নিয়ে এই বৃদ্ধ বয়সে বাঁচার স্বপ্ন দেখেছিলাম—। সত্যপ্রকাশ কথা শেষ করলেন না।

কাঞ্চন বলল, যে আশা পূর্ণ হবার পথ খুঁজে না পেয়ে আত্মহত্যা করতে যাচ্ছিলেন, সেই বাগানওয়ালা বাড়ির কথা বলছিলেন তো দাদু!

সত্যপ্রকাশ বললেন, হ্যাঁ, ঠিক। দমদম পার্কের জমিটার দক্ষিণ খোলা তো ?

কাঞ্চন হাত নাড়ল, হ্যাঁ, দাদু। ডাইরেক্ট সুন্দরবনের হাওয়া পাবেন।

সত্যপ্রকাশ কপালে হাত ঠেকাল। বাহ্। হয়ে গেল। ঈশ্বর। তাই তোমার নাম করুণাময়। যাই একটু নিশ্চিন্তে বিশ্রাম নেই গো। তিনি ভেতরে চলে গেলেন।

www.MurchOna.com

কাঞ্চন ঊর্মির দিকে তাকাল, তুই কিছু বলবি না ?

মুখ ফেরাল ঊর্মি, আমার কিছু বলার নেই।

কাকিমার কাছে আমেরিকায় যাওয়ার খরচ চাইবি না ? কাঞ্চন হাসল।

ঊর্মি ঠোঁট ওল্টাল, চাইতে হবে কেন ? মা যদি মনে করে আমার সমস্যার সমাধান করবে তাহলে নিজে থেকেই বলবে। আমাকে কেন মুখ ফুটে বলতে হবে ? আমি কি আগে মায়ের কাছে খরচাগুলো চেয়েছি ?

মাথা নাড়ল কাঞ্চন, না। চাস নি।

তাহলে ? ঊর্মি হাসল, আমি মাকে জানি। মা নিজে থেকেই বলবে, নে ঊর্মি, টাকাটা নে। ওখানে গিয়ে মন দিয়ে পড়াশুনা কর।

তাতো বটেই। উচ্চশিক্ষার্থে বিদেশ যাত্রা—। কাঞ্চন বলল

তোমার সবকিছুতেই ঠাট্টা। ঊর্মি অভিমান দেখিয়ে বেরিয়ে যায়।

কাঞ্চন এগিয়ে যায় চিন্তামগ্ন অরুণপ্রকাশের পাশে গিয়ে ডাকে, কাকাবাবু।

উঁ!

এখন আকাশটা কী পরিষ্কার, তাই না ?

হুঁ।

কাঞ্চন বলল, আর এটা সম্ভব হয়েছে আপনার জন্যেই।

আমার জন্যে ? অরুণপ্রকাশ কাঞ্চনের দিকে মুখ ফেরালেন।

হ্যাঁ, আপনি যদি কাকিমার ব্যাপারটা মেনে না নিতেন, যদি আপনি ওঁকে কখনো ক্ষমা না করতেন তাহলে—। কাঞ্চনকে কথা শেষ করতে দিল না অরুণপ্রকাশ। তাহলে বাবার বাগানওয়ালা বাড়ির স্বপ্ন পূর্ণ হতো না। ঊর্মিও আমেরিকায় যেতে পারত না।

একেবারে ঠিক কথা। কাঞ্চন বলল।

মাথা নাড়ল অরুণপ্রকাশ। দ্যাখ কাঞ্চন, মানুষ রাগ করে, অপমানিত বোধ করে যখন তার মন আহত হয়। ওই মনের ওপর তো সেই মুহূর্তে কোনো কন্ট্রোল থাকে না। এখন আমার আমিটাই সবার আগে। তোমার কাকিমার ব্যাপারটা শোনার পর আমার মন আহত হয়েছিল। আমার আমি শতচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। পরে আমি যখন নতুন করে ভাবতে শুরু করলাম তখন বুঝলাম জীবনের একটা ভুল নিশ্চিয়ই হাজারটা সঠিক কাজের চেয়ে বড় হতে পারে না।

www.MurchOna.com

কাঞ্চন মাথা নাড়ল, আপনি ঠিক ভেবেছেন। এখন প্রশ্ন হলো স্থাবর এবং অস্থাবর সম্পত্তির দাম ঠিক কত ? উনি তো ভ্যালুয়েশন করিয়েছেন কয়েক বছর আগে। এখন নিশ্চয়ই আরো অনেক লক্ষ বেড়ে গিয়েছে। তার মধ্যে ঊর্মির পাঁচ আর দাদুর আট লাগবেই। তারপর ধরুন সিরিয়াল স্বাধীনভাবে তৈরির জন্যে ঊর্মির দাদাকে লাখ পাঁচেক দিতে হবে। অর্থাৎ আঠারো লাখ গেল। যদি সম্পত্তির এখনকার দাম তিরিশ হয় তাহলে বারো লাখ টাকায় আপনার ফ্ল্যাট স্বচ্ছন্দে হয়ে যাবে।

অরুণপ্রকাশ অস্বস্তিতে পড়ল, কিন্তু—।

কাঞ্চন জিজ্ঞাসা করল, আবার কিন্তু কী কাকাবাবু ?

তুমি বুঝতে পারছ না। ঊর্মি চলে যাবে আমেরিকায়, আমার নতুন ফ্ল্যাটে, ছোট খোকা নিশ্চয়ই তার মায়ের সঙ্গে থাকতে চাইবে। তাহলে এই বুড়ো বয়সে বাবা ওই বাগানওয়ালা বাড়িতে একা একা থাকবেন কী করে ? অরুণপ্রকাশ বলল।

আমার মনে হয় কাকাবাবু, দাদু, কাকিমাকে সঙ্গে নিয়ে যাবেন। কাঞ্চন বলল।

অরুণপ্রকাশ চেঁচিয়ে উঠল, কী আশ্চর্য, এটা উনি কী করে ভাবছেন ? আমার স্ত্রী আমার সঙ্গে না থেকে ওঁর সঙ্গে থাকতে যাবেন কেন ?

ঠিক। কাঞ্চন মাথা নাড়ল, আপনি এ ব্যাপারে দাদুর সঙ্গে কথা বলুন।

মাথা নাড়ল অরুণপ্রকাশ। সেটাই তো মুশকিল হয়েছে। উনি বয়স আর সম্পর্কের কারণে এডভানটেজ নিয়ে যাচ্ছেন। আমার কথার কোনো দামই দেন না।

কাঞ্চন বলল, কাকাবাবু আমি বলি কি—। থাক।

থামলে কেন ? বলে ফেল।

না। মানে আপনি যদি অসন্তুষ্ট হন, মানে হাজার হোক আমি তো বাইরের লোক।

অরুণপ্রকাশ হাত নাড়লেন, আর বাইরের লোক! এখন তো ভেতর বাইরে সব ঘ্যাঁট পাকিয়ে একাকার করে ফেলেছ। স্বচ্ছন্দে বলে ফেল।

বলছিলাম কী, দাদুর তো বয়স হয়েছে। বেশি দিন বাঁচবেন না। তারপর বাড়িটা তো আপনিই পাবেন। এদ্দিন না হয় আপনিও দাদুর সঙ্গে থাকবেন। তারপর—।

কাঞ্চনের কথা থামিয়ে দিয়ে অরুণপ্রকাশ বলল, আমার ফ্ল্যাটটা ?

তারপর ফ্ল্যাটে চলে যাবেন বাড়ি বিক্রি করে। এখন ফ্ল্যাট বুক করে তা

www.MurchOna.com

পেতে পেতে তো তিন বছর লাগবে । যদি ইচ্ছে হয় ভাড়া দেবেন। কাঞ্চন বোঝাল।

না না। ভাড়া দেব না। পরে ভাড়াটে তুলতে নানান ঝামেলা। তবে হ্যাঁ, ওই ফ্ল্যাট হবে কিন্তু ওর নামে। এই কথাটা মনে রেখ। সজোরে বলল অরুণপ্রকাশ।

কাঞ্চন হাসল, বাহ্। দাদুর বাড়ির নাম রাখবেন ঠাকুরমার নামে আর আপনি ফ্ল্যাট কিনবেন কাকিমার নামে। এ ব্যাপারে আপনাদের খুব মিল।

আহ্। বাজে বকো না। অরুণপ্রকাশ ধমকাল, হ্যাঁ, তা কী করছে সে ? এখনো ঘরের দরজা বন্ধ করে বসে আছে ?

কাঞ্চন ভেতর দিকে তাকিয়ে বলল, কাকাবাবু এখন ওকে বিরক্ত না করাই ভালো। আমি তাহলে চললাম। কী আনন্দ হচ্ছে, দাদু আত্মহত্যা করলেন না। সে চলে যাচ্ছিল। অরুণপ্রকাশ বলল, কাল সকালে একবার এসো তো ? কাঞ্চন ঘাড় নেড়ে, হ্যাঁ বলল।

পরের দিন সকাল। এখন আটটা বাজে। ঊর্মি এবং অরুণপ্রকাশ চিন্তিত মুখে বসে ছিল। এই সময় ঘরে এলেন সত্যপ্রকাশ। কাল রাত্রে বউমা খাওয়া-দাওয়া করেছিল তো ?

ঊর্মি বলল, আমি জানি না।

কী আশ্চর্য মেয়ে! সত্যপ্রকাশ ভর্ৎসনা করলেন, মায়ের খবর রাখ না ?

অদ্ভুত তো! ঊর্মি বলল, কাল রাত্রে মা আমাদের সবার খাবার টেবিলে দিয়ে দিল কিন্তু নিজে খাবে না তা কী করে বুঝব ?

সত্যপ্রকাশ জিজ্ঞাসা করলেন, এখন কী করছেন ?

বাথরুমে, ঊর্মি জবাব দিল।

সত্যপ্রকাশ চেয়ারে বসলেন। খবরের কাগজটা তুলে জিজ্ঞাসা করলেন,

www.MurchOna.com

খোকা, বউমার সঙ্গে এ বিষয়ে কথা হয়েছে ?

না। মাথা নাড়ল অরুণপ্রকাশ, সুযোগ হয় নি।

কী এমন রাজকাজ কর যে নিজের বউ-এর সঙ্গে কথা বলার সুযোগ হয় না ? ঠিক আছে যা বলার আমিই বলব। সত্যপ্রকাশ নাতনির দিকে তাকালেন, দিদিভাই, ওঁকে বলেছ এখানে আসতে ?

উর্মি উত্তর দিতে গিয়ে চাপা গলায় বলল, ওই তো, এসে গেছে।

প্রতিমা ঘরে ঢুকে শান্ত গলায় জিজ্ঞাসা করল, আপনারা আমাকে ডেকেছেন?

সত্যপ্রকাশ মিষ্টি গলায় বললেন,হ্যাঁ, এসো বউমা। বস।

প্রতিমা বসল না। সেইভাবেই দাঁড়িয়ে থাকল।

সত্যপ্রকাশ বললেন, গতকাল আমরা হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে, বুঝতেই পারছ, এরকম খবর শুনে মাথার ঠিক থাকে না। তা সেটা তো গতকালের ঘটনা। পরে ভেবে দেখলাম, এতে তোমার কোনো দোষ নেই। মানুষ মাত্রই ভুল করে আবার মানুষই সেই ভুল সংশোধন করে নেয়। গত আটাশ বছর ধরে তুমি এ বাড়ির জন্যে যা করেছ তার কোনো তুলনা নেই। আমাদের কাছে সেটা অনেক মূল্যবান। তার আগের ঘটনার কথা আমরা ভুলে গেছি।

প্রতিমা তাকাল, আপনারা ?

সত্যপ্রকাশ হাসলেন, হ্যাঁ, এ বাড়ির সবাই, খোকাও তার ভুল বুঝতে পেরেছে।

প্রতিমা স্বামীর দিকে তাকাল, তুমি কী বুঝেছ ?

অরুণপ্রকাশ অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে জবাব দিল, বাবা যা বললেন।

প্রতিমা মুখ নামাল। সত্যপ্রকাশ বললেন, তা, আমি বলি কী, এখন ক'টা বাজে ? তোমার স্নান হয়ে গিয়েছে ?

প্রতিমা নীরবে মাথা নেড়ে জানাল যে তার স্নান হয়ে গিয়েছে।

তাহলে তৈরি হয়ে নাও। বেশি দেরি নেই। সত্যপ্রকাশ সস্নেহে বললেন।

কেন ? প্রতিমা অবাক।

উর্মি এগিয়ে এলো, মা আমি তোমাকে বলছি। যে ভদ্রলোক তোমাকে এত লাখ লাখ টাকা দিয়ে গেছেন তিনি আজ পৃথিবীতে নেই। তার সঙ্গে তোমার কী সম্পর্ক ছিল তা আমরা জানি না। তোমার ব্যবহারেও আমরা কেউ বুঝতে পারি নি এ কথা। তাই ধরে নেওয়া যেতে পারে কোনো সম্পর্ক ছিল না। এই অবস্থায় একজন মৃত মানুষের শেষ ইচ্ছে যদি তুমি একসেপ্ট কর তাহলে নিশ্চয়ই তার আত্মা শান্তি পাবে। বুঝতে পেরেছ ?

তোমার এই কথায় অন্য সবার কি মত আছে ? পুতুলের মতো বলল

www.MurchOna.com

প্রতিমা।

সত্যপ্রকাশ ঘাড় নাড়লেন, হ্যাঁ, বউমা। আমরা সবাই একমত।

উর্মি বলল, মা, আমি কালকে তোমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছি বলে ক্ষমা চাইছি। খুব অন্যায় করেছি মা।

প্রতিমা মেয়ের মুখের দিকে তাকাল, তাহলে তুই এখন নিজেকে আর বেজন্মা মনে করছিস না?

উর্মি মাথা নিচু করে। তার মুখে কোনো উত্তর নেই। প্রতিমা স্বামীর দিকে তাকায়, তোমারও কি ইচ্ছে আমি ওই টাকাগুলো নিই?

অরুণপ্রকাশ নিচু গলায় বলল, এ বাড়ির সবার ইচ্ছেকে আমি মেনে নিয়েছি।

শুধু একজন মৃত মানুষের আত্মাকে শান্তি দিতে?

তা নয়। মাথা নাড়ল, লক্ষ্মী যেচে এলে তাকে ফেরাবার মানে হয় না।

প্রতিমা মাথা নাড়ল, বেশ আমি তৈরি হয়ে আসছি।

প্রতিমা ভেতরে চলে গেলে উর্মি বলল, মায়ের কথা বলার ধরন যেন কেমন বদলে গেছে। আগের মতো নেই।

অরুণপ্রকাশ বলল, যা ঝড় বয়ে গেল। কিন্তু বাবা? ও কি একা যাবে?

সত্যপ্রকাশ মাথা নাড়লেন, না। তুমি সঙ্গে যাও।

অসম্ভব। প্রবলভাবে আপত্তি জানাল অরুণপ্রকাশ। আমি যেতে পারব না।

কেন?

অরুণপ্রকাশ বলল, আপনার বউমা ওখানে গিয়ে প্রতিমা মিত্র বলে সই করবে, এ আমি সহ্য করতে পারব না। তাছাড়া সলিসিটার আমার পরিচয় জানতে চাইলে কী বলব?

সত্যপ্রকাশ বললেন, আমি একটা কথা বুঝতে পারছি না খোকা, টাকাটা যখন তুমি বউমার কাছ থেকে হাত পেতে নেবে তখন সঙ্কোচ হবে না? আমি কখনো বলি নি হবে না। আপনারা চাইছেন বলে মেনে নিয়েছি। তাছাড়া আমার পরিচয় জানার পর সলিসিটার ওকে টাকা নাও দিতে পারে। অরুণপ্রকাশ যুক্তি দেখাল।

সত্যপ্রকাশ অবাক হলেন, কেন?

বাহ্। ও এখন মিসেস মিত্র নেই শুনলে লিগ্যাল প্রবলেম হবে না?

সত্যপ্রকাশ মাথা নাড়লেন। এই প্রথম তুমি বুদ্ধিমানের মতো কথা বললে।

www.MurchOna.com
suman_ahm@yahoo.com

www.MurchOna.com

উর্মি চুপচাপ শুনছিল। এবার বলল, দাদু, তুমিই যাও।

আমাকে আবার এসবের মধ্যে জড়াচ্ছ কেন দিদি ভাই। সত্যপ্রকাশ বললেন।

বাহ্। বাগানওয়ালা বাড়িতে গিয়ে থাকবে আর এটুকু করবে না ? উর্মি বলল।

সত্যপ্রকাশ রেগে গেলেন, তুমি একটি গর্দভ। স্বামী গেলে যদি লিগ্যাল প্রবলেম হয় শ্বশুর সঙ্গে গেলে সেটা ডাবল হবে। সেই কারণে আমার যাওয়া উচিত নয়। বরং তুমিই যাও। আমেরিকায় যার টাকায় যাবে তিনি তো তোমার মা।

উর্মি জিজ্ঞাসা করল, আমাকে যদি প্রশ্ন করে আমার বাবার নাম কী ? কী জবাব দেব ? অরুণপ্রকাশ না সুশোভন ? সত্যি বললে লিগ্যাল প্রবলেম হবে না ?

অরুণপ্রকাশ বলল, যদি এখন কাঞ্চন আসত তাহলে সমস্যা হতো না।

সত্যপ্রকাশ বলল, ছোড়ার কাণ্ড দ্যাখ, এই সময় তার দেখা নেই।

উর্মি বলল, দাদা বাড়িতে থাকলে ঠিক চলে যেত !

অরুণপ্রকাশ বলল, হ্যাঁ, সিরিয়াল বানাবার টাকা পাবে তো! কাল আপনি মামাকে থাকতে দিলেন না। থাকলে ওকে যেতে বলতে পারতাম।

পাগল ? আমার শালাকে আমি চিনি না! ওখানে গিয়ে সঙ্কট লাগিয়ে দিত। হয়তো তোমার মায়ের শেয়ার চেয়ে বসত সে।

এই সময় প্রতিমা ফিরে এলো। সে এখন বাইরে বেরুবার জন্যে তৈরি। তার হাতে একটা স্যুটকেশ। সত্যপ্রকাশ বললেন, একী বউমা ?

উর্মি হেসে ফেলল, মা, তুমি স্যুটকেশ নিয়ে কোথায় যাচ্ছ ।

প্রতিমা বলল, তোমরা যেখানে যেতে বলেছ!

সত্যপ্রকাশ হেসে ফেললেন, আজকাল টাকা-পয়সা কেউ নগদে দেয় না যে স্যুটকেশ নিয়ে যেতে হবে। একটা চেকই এনাফ। আর তাছাড়া উইলের প্রবেট নিতেও তো সময় লাগবে।

প্রতিমা বলল, সেটা আমি জানি। এ বাড়িতে আর ফিরব না জেনেই আমি যাচ্ছি।

তিনটে মানুষ যেন পাথর হয়ে গেল। প্রতিমা এগিয়ে গেল সত্যপ্রকাশের সামনে, আপনি আমার শ্বশুর মশাই। আটাশ বছর আগে আপনি আমাকে এই বাড়ির বউ করে নিয়ে এসেছিলেন। এনে বলেছিলেন, মা, আমার বংশ মর্যাদার দিকে লক্ষ রেখো। এই আটাশ বছর আমি আপনার সব আদেশ মুখ বুজে পালন

www.MurchOna.com

করে এসেছি। আপনার স্ত্রীর যাবতীয় অত্যাচার আমি সহ্য করেছি। আপনার ছেলের কাছেও অভিযোগ জানাই নি। তবু আমি আপনার মন পাই নি। আপনার ছেলে ফ্ল্যাট কিনবে আমার পরামর্শে এমন সন্দেহ আপনিই করেছিলেন। বলুন, করেন নি? সেসব আমি মেনে নিয়েছিলাম কিন্তু ওই একটা চিঠি পড়ে আপনার সব বিশ্বাস উড়ে গেল? আমাকে ঘেন্না করতে শুরু করলেন? ভাবলাম এটা ঠিক, মানুষের তো এই প্রতিক্রিয়া হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু এখন আপনি সেইসব ঘৃণা গিলে ফেলে আমাকে পাঠাতে চাইছেন ওই উইলের দখল নিতে যাতে নিজের স্বপ্ন সার্থক করতে পারেন। ছিঃ আপনাকে এত নিচে নামতে দেখব কখনো ভাবি নি।

সত্যপ্রকাশ কিছু বলতে চাইলেন কিন্তু কথা বের হলো না। তাঁর ঠোঁট কাঁপতে লাগল।

প্রতিমা চোখ বন্ধ করে কান্না সামলালেন। আমাকে ক্ষমা করবেন। কথাগুলো না বললে শান্তি পেতাম না। আমি এই বাড়ি থেকে চলে যাচ্ছি।

প্রতিমা মেয়ের দিকে তাকাল, ঊর্মি।

ঊর্মি মায়ের দিকে এগিয়ে এলো।

প্রতিমা বলল, তোকে আমি পেটে ধরেছি। আমার রক্ত তোর শরীরে। অথচ কী সহজে নিজেকে বেজন্মা বললি! ভেবেছিলাম খবরটা শুনে তোর মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু আজ তুই যাকে চিনিস না, তার আত্মার শান্তির নাম করে আমাকে টাকা আনতে পাঠাচ্ছিস। যে লোক তোর জন্ম নিয়ে বিশ্বাস পাল্টে দিয়েছে তার টাকায় আমেরিকায় যাওয়ার লোভ এত প্রবল হয়েছে যে, স্বার্থপরতার চূড়ায়ও যেতে তোর আপত্তি নেই। বিশ্বাস কর, এরকম মেয়েকে পেটে ধরেছিলাম বলে আমারই লজ্জা হচ্ছে।

প্রতিমা স্বামীর দিকে তাকাল। অরুণপ্রকাশ মুখ নিচু করে এসব শুনছিল। প্রতিমা তার সামনে গিয়ে দাঁড়াল, এবার তুমি।

অরুণপ্রকাশ স্ত্রীর দিকে তাকাল।

চিরকাল যা মনে করে এসেছ তাই আমার ওপর চাপিয়েছ। আমি মনে না নিলেও মেনে নিয়েছি। কিন্তু আমি যদি ভিজে ন্যাতার মতো না থাকতাম তাহলে এই বাড়ির ঘানি টানত কে? তুমি আমার কাছে উত্তাপ চেয়েছ। কিন্তু নিজে কতখানি উত্তাপ দিয়েছ আমাকে? তোমরা পুরুষেরা শুধু নিতেই জান, দিতে শেখ নি। তবু আমি মুখ নিচু করে পড়েছিলাম এই বাড়িতে। কিন্তু এ কী করলে তুমি? খবরটা শোনার পর আমার সব ব্যবহার ভুলে গিয়ে নোংরা কথার বন্যা বইয়ে দিলে? সেটাও আমি মেনে নিয়েছিলাম। কিন্তু এখন? তোমার যে মুখটাকে আমি চিনতাম সেটা যে মুখোশ তা প্রমাণ করতে লোভের দগদগে

www.MurchOna.com

মুখটাকে বের করলে ? তোমার পাশে রাতের পর রাত কাটিয়েছি বলে এখন লজ্জায় মরে যাচ্ছি। প্রতিমা কাঁপছিল। নিজেকে স্থির করে সে স্যুটকেস তুলে নিয়ে দরজার দিকে পা বাড়াতেই কাঞ্চন ঘরে ঢুকল। দু'হাত দুদিকে ছড়িয়ে সে বলল, কাকিমা।

না কাঞ্চন, সরে যাও।

প্লিজ, একটু শান্ত হোন কাকিমা। কাঞ্চন বলল।

আমি আর পারছি না। কাঞ্চন। আমি হেরে গিয়েছি। ডুকরে উঠল প্রতিমা।

কাকিমা, একটু দাঁড়ান। কাঞ্চন এবার অন্যদের দিকে ঘুরে দাঁড়ল। আপনারা আমাকে ক্ষমা করবেন। ঘটনাটা যে শেষপর্যন্ত এই অবধি গড়াবে তা আমি কল্পনা ও করিনি। কাকিমারও

ধারণা ছিল কখনোই এই পরিণতি হবে না। আপনাদের ওপর ওঁর অগাধ আস্থা ছিল বলে আমার সঙ্গে বাজি ধরতে উনি দ্বিধা করেন নি।

বাজি ? অরুণপ্রকাশ বলল।

হ্যাঁ, সেই বাজিতে জিতে আমি এখন অনুতপ্ত। ছিঃ ছিঃ। একী করলাম আমি ? কাঞ্চন হতাশায় মাথা ঝাঁকাল।

এসব কথার মানে আমি বুঝতে পারছি না। সত্যপ্রকাশ বললেন।

দাদু। টাকার অভাবে বাগানওয়ালা বাড়ি না করতে পেরে আপনি আত্মহত্যা করতে চেয়েছিলেন। আপনার জীবন বাঁচাতে আমাকে একটা নাটক করতে হয়েছে। কাকাবাবুর ফ্ল্যাট কেনা হচ্ছে না। ঊর্মির আমেরিকায় যাওয়া হচ্ছে না বলে সমস্যা তৈরি হয়েছিল। ফলে আমি আমার এক বন্ধুকে সলিসিটারের লোক সাজিয়ে ওই চিঠি দিয়ে এখানে পাঠিয়েছিলাম। কাঞ্চন ধীরে ধীরে বলল।

তার মানে ওইসব উইলটুইল সব ভাঁওতা ? খোকা, এসব কী হলো! আমার শরীর কেমন করছে। সত্যপ্রকাশ চেয়ারে বসে পড়লেন।

অরুণপ্রকাশ বলল, কাঞ্চন, তুমি আমাদের সঙ্গে এমন রসিকতা করলে ?

কাঞ্চন বলল, আমি করতে চাই নি কাকাবাবু। আপনারাই পরিস্থিতিকে এমন জায়গায় নিয়ে এসেছেন। কাকিমার হাতে স্যুটকেস মানে সুস্থ বোধের হেরে যাওয়া।

প্রতিমা শক্ত গলায় বলল, কাঞ্চন আমি যাব।

কাঞ্চন বলল, নিজেকে খুব অপরাধী বলে মনে হচ্ছে কাকিমা।

ঊর্মিলা দৌড়ে মায়ের কাছে এসে দাঁড়ায়, মা আমার কিছু চাই না। আমি

www.MurchOna.com

আর কখনো তোমাকে দুঃখ দেব না। তুমি কোথাও চলে যেও না মা।

প্রতিমা মাথা নেড়ে বলে, তা হয় না। কেউ মরে গেলে তাকে চিতায় তুলে আগুন দিয়ে সরে দাঁড়ানোটাই নিয়ম।

সত্যপ্রকাশ মাথা নাড়েন, তুমি ঠিকই বলেছ বউমা। চিতায় আগুন দিলে সরে দাঁড়ানোটাই নিয়ম। এখন আমার এই সংসার চিতার মতো দাউদাউ করে জ্বলছে। সরে তো সবাই এখন দাঁড়াবে।

না বাবা। এতদিন আমার দু'চোখ জুড়ে যে অন্ধকার ছিল সেটা হয়তো কোনো দিন একেবারে পরিষ্কার হবে না কিন্তু আমি যে সম্পর্কগুলোকে অন্য চোখে দেখে ফেলেছি। এরপর আর এখানে থাকা যায় না। প্রতিমা বলল।

ঠিক। ঠিক কথা। সত্যপ্রকাশ বললেন, এই আমি আত্মহত্যা করতে চেয়েছিলাম। এই দুঃসংবাদ আমাকে তা করতে দেয় নি। কিন্তু দ্যাখ, নিজের অজান্তেই আমি আর একটা আত্মহত্যা করে বসে আছি। শুধু আমি একা নই, আমার ছেলে, আমার নাতনিও তার শরিক হয়েছে। বোধবুদ্ধি বিসর্জন দিয়ে লোভের কাছে মাথা নামানো তো এক ধরনের আত্মহত্যা। আত্মহত্যা করলে শুনেছি প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়। এই বৃদ্ধ তোমার কাছে হাতজোড় করে বলছে তাকে প্রায়শ্চিত্ত করার সুযোগ দাও।

প্রবলভাবে মাথা দুলিয়ে আপত্তি জানাল প্রতিমা, না বাবা। এভাবে কথা বলে আমাকে দুর্বল করতে পারবেন না। আগে হলে এর সামান্য কথায় আমি বিগলিত হয়ে যেতাম। আমার কথা ভেবে দেখুন। আমি মধ্যবয়সিনী, বেশি দূর পড়ি নি। চাকরি করি না, অর্থসম্বল নেই। আমার মতো লাখ লাখ মেয়ে সংসারে প্রতিদিন অপমান অসম্মান সহ্য করে পড়ে আছে। তারা কোথাও যেতে পারে না কেননা যাওয়ার জায়গা নেই। অর্থনৈতিক পরাধীনতা তাদের পায়ে শেকল পরিয়ে দিয়েছে।

প্রতিমা নিঃশ্বাস নিতেই অরুণপ্রকাশ জিজ্ঞাসা করল, কিন্তু কোথায় যাচ্ছ তুমি ?

প্রতিমা ঘুরে দাঁড়াল, সেকী! চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে এ বাড়ি ছেড়ে যাওয়ার হুকুম যখন দিয়েছিলে তখন এ প্রশ্ন মনে আসে নি ? আমি কোথায় যাচ্ছি তা না জেনেই যখন পা ফেলছি তখন থাকা যায় না বলেই চলে যাচ্ছি। জানি বাইরের পৃথিবীটা খুব হিংস্র, নির্দয়। কিন্তু যার ঘরের পৃথিবীটাই নষ্ট হয়ে গেছে তার কাছে কিছু হেরফের হয় না।

প্রতিমা স্যুটকেস নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল দরজার দিকে। সত্যপ্রকাশ

www.MurchOna.com

কোনোমতে চেয়ার ছেড়ে উঠে হাতজোড় করে বললেন, মা। এভাবে আমি কখনো কারো কাছে ক্ষমা চাই নি। তোমাকে ধরে রাখার জন্য কোনো চাতুরি করছি না। তোমাকে আটকাবার কোনো ক্ষমতা আমার নেই। তুমি যেখানে ইচ্ছে যেতে পার শুধু যাওয়ার আগে এই বৃদ্ধকে ক্ষমা করে যাও।

প্রতিমা দাঁড়িয়ে পড়ল। তার শরীর কাঁপিয়ে কান্না বন্যার মতো বেরিয়ে এলো। সঙ্গে সঙ্গে তাকে জড়িয়ে ধরল ঊর্মি। জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগল।

www.MurchOna.com

Ayna Bhenge Gele by Somoresh Majumder

For More Books & Music Visit www.MurchOna.com
MurchOna Forum : http://www.murchona.com/forum
suman_ahm@yahoo.com